চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৫ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 July 2019 ■ আগরতলা, ২৪ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ৭ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার চিরাচরিত প্রথায় রাজধানী আগরতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে কের পূজা। ছবি নিজস্ব।

১৪ মাসেই জোট সরকারের পতন কর্ণাটকে, সরকার গড়ছে বিজেপি

আস্থা ভোটে হেরে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুলাই।। মাত্র ১৪ মাসেই জোট সরকারের পতন কর্ণাটকে। মঙ্গলবার কর্ণাটকের আস্থা ভোট জোটের পক্ষে মাত্র ৯৯টি ভোট পড়ে। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষে পড়ে ১০৫টি। রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। এদিকে, আস্থা ভোট হেরে আজই নিজের ইস্তফা পত্র জমা দেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এইচ ডি কুমারস্বামী। শেষ খবর তাঁর ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। এই জয় গণতন্ত্রের। কর্ণাটকে আস্থা ভোটে জিতে উঠে এমনই দাবি করেছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বিধানসভায় আস্থাভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিজেপির পক্ষে যায় ১০৫ এবং কংগ্রেসের দিকে যায় ৯৯টি ভোট। ফলে আস্থা ভোট জিতে যায় গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে এই পরাজয়ের জন্য দলীয় বিধায়কদের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতা এইচ কে পাটিল। অন্যদিকে, আস্থা ভোটের আগেই দুই নির্দল বিধায়কের দখল ঘিরে ধুন্ধুমার বেঙ্গালুরুতে। তুমুল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশ গিয়ে দু'পক্ষের প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বেঙ্গালুরুতে কোনও রকম জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, এদিন বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন বিএসপি বিধায়ক।

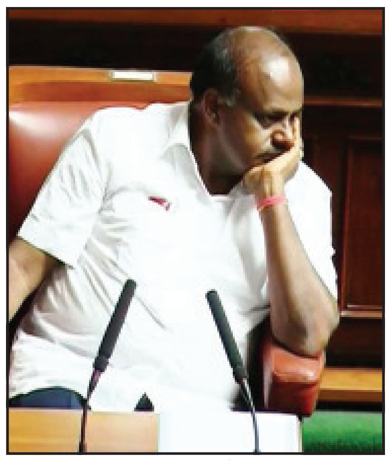

কুমারস্বামী

এমাসের প্রথম দিকে কংগ্রেসের ১৩ জন ও জেডিএস-এর ৩ জন বিধায়ক ইস্তফা দেওয়ার ফলে রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় কর্ণাটকে। এর পর থেকেই নানা টালবাহানার মধ্যে দিয়ে চলেছে কর্ণাটকে ক্ষমতা বদলের পর্ব। সমালোচনার মুখে কর্ণাটকের অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে আস্থা ভোট করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মত দিনভর চলে আলোচনা উ এদিন বিধানসভায় আস্থা ভোটের আগে আবেগঘন বক্তব্য পেশ করেন কুমারস্বামী। তিনি বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'খুব একটা সহজ হবে না আগামী দিন।' স্পিকার তাঁজে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ওই বিধায়কদের দলে ফিরিয়ে নেবেন কিনা। কিন্তু কুমারস্বামী বলেন, ওই বিধায়করা যে বিশ্বাসঘাতকা করেছেন, তার ক্ষমা হবে না। এরপরই হয় আস্থাভোট। মঙ্গলবার সদনে উপস্থিত ছিলেন ২০৪ বিধায়ক উ যার জেরে বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ছিল ১০৩ উ এই অবস্থায় আস্থা ভোট শেষে বিধানসভার অধ্যক্ষ কে আর রমেশ ঘোষণা করেন, "আস্থাভোটে অসফল হয়েছেন এইচ ডি কুমারস্বামী, সরকারের পক্ষে ভোট পড়েছে ৯৯ টি, এবং বিপক্ষে ১০৫ টি। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল কংগ্রেস-জেডিএস জোট।

এদিন আস্থা ভোটে হারের পরই রাজ্যভবনে যান কুমারস্বামী। সেখানে রাজ্যপাল বাজুভাই বালার কাছে নিজের ইস্তফা পত্র জমা দেন তিনি উ শেষে খবর কুমারস্বামীর দেওয়া ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল। এবার সরকার গড়ার দাবি জানাবে বিজেপি। ইয়েদুরাপ্পারা অনায়াসেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন বলেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পালিত হচ্ছে জনজাতিদের পরম্পরাগত কের পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে কেরপূজা। এই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের তরফে মঙ্গলবার ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরম্পরগত কের পুজো উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ত্রিপুরার আদি জনজাতি অংশের মানুষ যুগ যুগ ধরে কের পূজা করে আসছেন। মূলত রোগব্যাধি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকাল থেকে এই পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। রাজ-আমলে রাজকোষের অর্থে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ও পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে কেরপূজা হত, এখনও হয়। তবে এখন পূজার সকল খরচ আসে সরকারি কোষাগার থেকে। প্রতি বছর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতনের ঘটনার তুলনায় মামলা কম হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ সুসু সাইজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই ।। রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনার তুলনায় মামলার সংখ্যা কম হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য সুসু সেইজা রাজ্য মহিলা কমিশনকে নির্যাতিতাদের আরও পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

রাজ্য সফরে এসে তিনি খুমুলুঙে মহিলাদের নিয়ে কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। ওই কর্মশালায় মহিলাদের সচেতনাতা বৃদ্ধির প্রশ্নে তিনি জোড়ালো সওয়াল করেছেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য বলেন, নারী নির্যাতনের ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা মামলার পথে যেতে চাননা। ফলে, রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনার তুলনায় মামলার হার অনেকটাই কম। তাঁর কথায়, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী নির্যাতনের ঘটনায় মামলার হার বাড়াতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, সারা দেশের তুলনায় উত্তরপূর্বাঞ্চলে নারী নির্যাতনের ঘটনায় ক্রমশই নিম্নমুখী। এজন্য তিনি পুরুষদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের পুরুষরা নারীদের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল। তাই, পণের জন্য বধূহত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি জাতীয় গড়ের হিসেবে উত্তরপূর্বাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম।

তিনি বলেন, দেশের সমস্ত রাজ্যেই জাতীয় মহিলা কমিশন রাজ্য মহিলা কমিশনের সাথে যৌথ ভাবে নারীদের সুরক্ষায় ও অধিকার স্থাপনে কাজ করে চলেছে। কন্যাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিয়ত উৎসাহ মূলক কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। বিশেষ করে নারীদের স্বাবলম্বি করে তোলার ক্ষেত্রে মহিলা কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এদিন তিনি জানান, আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক এবং মুখ্য সচিবের সাথে দেখা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নারী ক্ষমতায়নে দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন তিনি।

বহুতলে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্টে হতাহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। নির্মাণকাজ চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে । অন্য আরেকজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ ভোলাগিরি এলাকায় পরিতোষ গুপ্ত চৌধুরীর বহুতলে নির্মাণকাজ চলাকালীন দুই শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। অন্যজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। সেখানে কর্মরত অন্য শ্রমিকরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্য একজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এদিকে, জিবি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি জানিয়েছেন, ওই দুই নির্মাণ শ্রমিকের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। কারণ, ওই বহুতলে কর্মরত অন্য শ্রমিকরাও তাঁদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত নন। তবে, তাঁদের পরিবারের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, বহুতলটিতে বিদ্যুতের তার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। তাতে, অসাবধানতাবশত ওই দুই নির্মাণ শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে তিন কার্যকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি দলীয় তিন কার্যকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে। তাঁদের তিনদিনের জবাব দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে দল।

বিজেপি-র প্রদেশ কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য আজ দলের দক্ষিণ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মানিকলাল দাস, বিলোনিয়া মণ্ডলের সদস্য ভুলন ধর এবং প্রাক্তন বিলোনিয়া মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। নোটিশে তিনি জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট জেলা ও বিভিন্ন মণ্ডলের বহু কার্যকর্তা, পদাধিকারী এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের আচরণ এবং কাজকর্মে দলের ভাবমূর্তিকে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দাখিল করেছেন। সে-ক্ষেত্রে পার্টির সংগঠনের স্বার্থে এবং সরকারের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রক্ষায় দলীয় শৃঙ্খলা ও আচরণ ভঙ্গের দায়ে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা তাঁদের তিনদিনের মধ্যে লিখিত আকারে জানাতে বলেছেন রাজীব ভট্টাচার্য। বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সভাপতির নির্দেশেই এই কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়, বিশেষ করে বিলোনিয়া অঞ্চলে বিজেপিতে গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। তাতে, পার্টির ছবি খারাপ হচ্ছে। কয়েকদিন আগে বিলোনিয়ায় মনারমুখে বিজেপি-র দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তাক্ষয়ী সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এই সমস্ত বিষয় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বকে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, সমাধানের পথও খুঁজে বের করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। সূত্রের খবর, শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেবে বিজেপি।

বৃদ্ধ দম্পতি আত্মহত্যা গ্রেপ্তার ছেলে ও পুত্রবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ছেলে ও পুত্রবধূর নির্যাতনে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি। স্যুইসাইড নোট উদ্ধারে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার চাম্পামুড়া পশ্চিম আড়ালিয়া এলাকায় বৃদ্ধ দম্পতি যতীন্দ্র দাস ও তাঁর স্ত্রী শিখা দাসের আত্মহত্যার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা জীতেন্দ্র দে-র অভিযোগে পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা হয়। পুলিশ এর ভিত্তিতেই ছেলে ও পুত্রবধূকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হলে তাঁদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

পূর্ব আগরতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, ওই আত্মহত্যার ঘটনায় প্রতিবেশীরা বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে দেবাশিস দাস এবং পুত্রবধূ পূজা বৈদ্য দাসের বিরুদ্ধে বাবা-মা'কে নির্যাতনের অভিযোগ এনেছিলেন। গতকাল স্থানীয় বাসিন্দা জীতেন্দ্র দে ওই ঘটনায় একটি মামলাও করেছেন। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৬/৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তিনি বলেন, বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। তাতে ছেলে ও পুত্রবধূর নির্যাতনের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এরই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে প্রত্যাবর্তন, রাজ্যে আশ্রিত ২৬ সহস্রাধিক রিয়াং শরণার্থী শনাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজ্যে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের জন্য শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলেও তাদের তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত, ২৬ সহস্রাধিক রিয়াং শরণার্থী মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের জন্য শনাক্ত হয়েছেন।

সূত্রের খবর, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ছয়টি শরণার্থী শিবিরে ৪,২৭৮টি পরিবারে ২৬,১২৮ জন রিয়াং শরণার্থীকে মিজো আধিকারিকরা শনাক্ত করেছেন । তাঁদের মিজোরামে নাগরিকত্বের প্রমাণ মিলেছে । তবে, সরকারিভাবে এখনও এ-বিষয়ে কোনও ঘোষণা হয়নি । মিজোরাম সরকার রাজ্যে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের বিষয়ে আরও খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখবে বলে সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে।

মিজোরাম সরকারের গৃহসচিব লালবিয়াকজামা জানিয়েছেন, রাজ্যে শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্ত করে মিজো আধিকারিকরা ফিরে এসেছেন। গত ৩ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চলেছে। তাতে শরণার্থীদের বিভিন্ন নথি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে । তিনি জানিয়েছেন, ২৬,১২৮ জন ব্রু শরণার্থী চিহ্নিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁদের নথি মিজোরাম সরকার পুনরায় খতিয়ে দেখবে । মিজোরামের নাগরিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর ও খেদাছড়ায় আড়াই কোটি টাকার ইয়াবা ও ব্রাউনসুগার উদ্ধার, মহিলাসহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থানাধীন নদিয়াপুর রেলস্টেশনে হানা দিয়ে প্রায় দু-কোটি টাকা মূল্যের ৪০ হাজার নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জের বাসিন্দা এক পাচারকারীকে। ধৃতকে আসিমগঞ্জের জনৈক আব্দুল খালেকের বছর ৩২-এর ছেলে একলাস উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। একই দিনে এই একই জেলার দশদা কাঞ্চনপুরের দামছড়ায় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বজেয়াপ্ত করেছে খেদাছড়া থানার পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে কাননরয় রিয়াং (৫০) নামের এক মহিলাকে।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপুদ চক্রবর্তী জানান, মঙ্গলবার শিলচর (অসম)-ধর্মনগর (উত্তর ত্রিপুরা) প্যাসেঞ্জার ট্রেনে করে নেশা সামগ্রী নিয়ে প্রবেশের আগাম খবর পেয়ে দলবল নিয়ে সাদা পোশাকে তিনি নিজে (পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী) জেলার নদিয়াপুর রেলস্টেশনে ওত পেতে বসেছিলেন। বেলা একটা নাগাদ যাত্রীবাহী ট্রেনটি নদিয়াপুর স্টেশনে যথারীতি দাঁড়ালে গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তালাশি অভিযানে একটি ব্যাগ-সহ একলাসকে পাকড়াও করেন তাঁরা। তার ব্যাগ থেকে বেশ কয়েকটি প্যাকেট থেকে মোট ৪০ হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এগুলোর বাজারমূল্য কমপক্ষে দুই কোটি টাকা বলে জানান তিনি।

পুলিশ সুপার চক্রবর্তী জানান, জেরায় ধৃত একলাস নাকি বলেছে, সে এ লাইনেপ্রথম এসেছে। তাকে অন্যরা কমিশনের বিনিময়ে মালগুলো ধর্মনগরে পৌঁছে দিতে বলেছিল। কিন্তু ধর্মনগরে কড়া চেকিং থাকায় সে রুট বদল করে নদিয়াপুরেই ট্রেন থেকে নেমে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, ধরা পড়ে যায়।

একলাসের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল বুধবার তাকে ধর্মনগরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে, জানান পুলিশ সুপার চক্রবর্তী।

এ প্রসঙ্গে, ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় এবং ত্রিপুরাকে করিডর করে প্রতিবেশী বাংলাদেশে ব্যাপক হারে নেশা জাতীয় সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশ অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে আর অসম পুলিশ নাকে তেল দিয়ে দিব্যি ঘুমোসচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মানসিক বৈকল্য সৃষ্টিকারী গোলাপি রঙের ভয়ানক মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা (ট্রেড মার্ক ডব্লিউটি) মূলত তৈরি হয় মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া এবং চিনে। মেথামফেটামিন এবং ক্যাফিনের মিশ্রণে। নেশার ভয়ানক ট্যাবলেটগুলো দালাল মারফত হাত বদল হয়ে মায়ানমার হয়ে মণিপুর, মিজোরাম থেকে বরাকে প্রবেশের পর বিভিন্ন স্থানে পাচার হচ্ছে। গোটা বরাক উপত্যকার মধ্যে এ-ধরনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিথি অনুসারে
পঞ্চম প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি
স্বর্গীয় মতিলাল পাল
(প্রতিষ্ঠাতা ঃ কুক্ ওয়েল)
আজও উজ্জ্বল তোমার স্মৃতি
সবার হৃদয় মাঝে
চলার পথে দেখাও দিশা
নিত্য সকাল-সাঁঝে।
শ্রদ্ধায় স্মরণ
পরিবারবর্গ এবং
সিষ্টার পরিবার ও কর্মীবৃন্দ
আগরতলা।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৮১◘ ২৪ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ৭ শ্রাবণ ◘ বুধবার ◘১৪২৬ বঙ্গাব্দ

লুণ্ঠিত মনুষ্যত্ব

সমাজ ও পরিবারকে দিনে দিনেই চরম অবক্ষয় গ্রাস করিতেছে। মানবতা, মনুষ্যত্ববোধ হারাইয়া যাহারা পশুত্বে অবতীর্ণ হইতেছে তাহাদেরকে কে রুখিবে? সমাজ সংসারে যদি মানবতা, মনুষ্যত্ব ও নীতিবোধের ছিটাফোঁটাও না থাকে তাহা হইলে মানুষ বাঁচিবে কোন্ ভরসায়, কিসের তাগিদে? আমাদের মনুষ্য সমাজে এমন ঘটনা ঘটিতেছে। আমাদের সনাতন ঐতিহ্য পরম্পরা ইহাই যে, 'পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতহি পরম তাপ।' অন্যদিকে মাকে স্বর্গের চাইতেও গরিয়ষী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়ষী'। আমাদের দেশকে মার্তৃরূপে ভাবা হয়। বলা হয় দেশ মাতৃকা। গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় ভারত মাতা কি জয়। সোজা কথায় পিতা ও মাতার স্থান অনেক উপরে। গর্বিত পুত্র পিতা মাতার প্রতি ভক্তিতে অবিচল থাকে। পিতা মাতাই ভগবান রূপে পূজা পাইবার কথা। মাতৃ ও পিতৃ বন্দনা যখন আমাদের এই প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে সেখানে আজ কোন বিষাদদীর্ণ ছবি দেখা যায়?

সোমবার পূর্ব আগরতলা থানাধীন পশ্চিম চাম্পামুড়ার পূর্ব আড়ালিয়ায় এক বৃদ্ধ দম্পতি ছেলের হাতে মারধরে অপমানিত হইয়া ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেন। পেশায় গাড়ী চালক দেবশীষ দাস তাহার বাবা ও মাকে মারধর করিত। অভিযোগ যে, এই ঘটনা নিত্য নৈমক্তিক হইয়া উঠিয়াছিল। মদ্যপ ছেলের হাতে মার খাইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা ফাঁসীতে আত্মহত্যা করিয়া অপমানের জ্বালা জুড়াইয়াছেন। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবে জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দিতে বাধ্য। গুণধর ছেলে প্রায় প্রতিদিন বাবা ও মাকে মারধর করে। পাড়া প্রতিবেশীরা তাহা জানিয়াও নিশ্চুপ থাকিয়াছেন। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ব পালন না করিবার মধ্যেও পাপবোধ হওয়ার কথা। পাড়া প্রতিবেশীরা গুণধর ছেলের এই অত্যাচারের কথা জানিয়াও প্রতিবাদী হইলেন না। সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে মানুষ তো ইহা প্রত্যাশা করে। শুধু প্রত্যাশা করে না, ইহা তো আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই দায়িত্ব কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'যে অন্যায় করে আর যে অন্যায় সহে উভয়েই সমান ভাবে দোষী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজ সোচ্চার প্রতিবাদ নাই। আমাদের সমাজ কোথায় চলিয়াছে? এইভাবেই কি আমাদের সমাজ সংসার হারাইয়া যাইবে? মূল্যবোধ চেতনা লুপ্ত হইয়া কোনও জাতিই উন্নত শির হইতে পারে না। তাই তো মনীষিরা বারবার বলিয়াছেন ওঠ, জাগো। কিন্তু, ঘুমন্ত জাতি তো জাগিতেছে না। প্রতিবাদী শক্তিই তো আজ হারাইয়া গিয়াছে। এইভাবে দেশ জাতি মেরুদন্ড সোজা করিয়া উন্নত শির হইতে পারে না। এই দুর্ভাগ্যের হাত হইতে কি আমাদের মুক্তি নাই?

প্রিয়ার পাশে দাঁড়ান, প্রাক্তন উপাচার্যের আবেদন

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশ নিয়ে অভিযোগ করা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহার ভিডিও নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক তোলপাড় হয়েছে। তাঁর সমর্থনে সরব হতে আবেদন করেছেন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস। প্রিয়া 'দলিত কণ্ঠ' নামের একটি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদকও। ওই পত্রিকায় তাঁর পুরো নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রিয় বালা বিশ্বাস'। বয়স দেখানো হয়েছে ৫৪ বছর। পিতার নাম- মৃত নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। প্রিয়া সাহা ওরফে প্রিয় বালা বিশ্বাস বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) 'শারি'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, থাকতেন রোকেয়া হলে। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি 'মহিলা ঐক্য পরিষদ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। অচিন্ত্যবাবু আবেদন করেছেন, অত্যাচারিত প্রিয়া সাহা বিশ্বাসকে সমর্থন করুন। ধিক্কার জানাই এখনও যাঁরা সমর্থন করতে দ্বিধা করছেন। একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা করা উচিত। কি বলেন? রবিবার রাত সওয়া তাঁর দশটায় পোস্ট করার পর প্রথম ৪৫ মিনিটে ৬০টি লাইক, ১৭ টি মন্তব্য ও ৩ টি শেয়ার।প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, অসীম বসু প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "আপনার সঙ্গে সহমত"। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "নিশ্চয়। এই নিয়ে কোন দ্বিমত থাকা উচিৎ নয় স্যার।" সোমেশ পাল লিখেছেন, "ঠিক বলেছেন স্যার।" কৌশিক লাল মুখার্জি লিখেছেন, "আপনার সঙ্গে সহমত"। পার্থ ভৌমিক লিখেছেন, "একচোখা সরকার, হাসিনা সরকার যতই নিরপেক্ষতার ভান করুন,তিনি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে অপারগ! কট্টরপন্থীদের সহায়তা ছাড়া কোনও মুসলিম রাষ্ট্র সরকার তৈরি ও পরিচালনা করতে পারেনা,যা হাসিনার ক্ষেত্রেও এক!"প্রিয়া বিশ্বাস ওরফে প্রিয় বালা বিশ্বাস তাঁর পত্রিকা ঊষা আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের এক প্রবীন মন্ত্রীর দাবি, সেটির ঘোষণাপত্রে 'সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী বা কোনও আপত্তিকর বিষয়ে পত্রিকায় কোনও সংবাদ প্রকাশ হবে না' বলে অঙ্গীকার করেছেন। অচিন্ত্যবাবু এবংয়তাঁর সমর্থকদের দাবি, প্রিয়া সেখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি ট্রাম্পের কাছে তুলে ধরেছেন মাত্র।

প্রথমেই প্রতিবেশী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতেই ভুটান যাত্রায় মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): প্রতিবেশী পাহাড়ি রাষ্ট্রের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক এবং মোদী সরকারের "প্রথমে প্রতিবেশী" নীতিকে সুদৃঢ় করতে আগস্ট মাসেই দু"দিনের ভুটান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেপ্টেম্বরে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (ইউএনজিএ) বা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ঠিক আগেই ভুটান সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে সোমবার জানানো হয়েছে, দু-দিনের সফরে আগামী মাসে ভুটান যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী লোটায় শেরিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাও রয়েছে তাঁর।

পাঁচ বছর পর আবার ভূটান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবেশী পাহাড়ি রাষ্ট্র ভুটানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক সূত্রের খবর, বিশ্বাস ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সেই সুসম্পর্ককেই আরও সুদৃঢ় করে তুলতে আগস্ট মাসে দু-দিনের ভূটান সফরে যাবেন তিনি। প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২০১৪ সালেই জুন মাসে বিদেশ সফরে ভূটান গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে দ্বিতীয়বারের জন্য সরকার গঠনের পর গত জুন মাসেই প্রথম বিদেশ সফরে মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা সফর করেছেন মোদী। এরপর জুন মাসেরই শেষে জাপানে জি-২০ সামিটে যোগ দিয়েছেন তিনি। তৃতীয় বিদেশ সফরে আগামী আগস্ট মাসে ভূটান যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর আগামী ২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে আয়োজিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় যোগ দিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী।

ফের ভারী বর্ষণের আশঙ্কা উত্তরাখণ্ডে, দেহরাদূন-নৈনিতালে জারি সতর্কতা

দেহরাদূন, ২৩ জুলাই (হি.স.): পুনরায় ভারী বর্ষণের অশনি সঙ্কেত উত্তর ভারতের রাজ্য উত্তরাখণ্ডে। আগামী ২৪ ও ২৫ জুলাই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে দেহরাদূন, নৈনিতাল, পিথোরগড়-সহ উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায়। আবহাওয়া দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসনকে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ও ২৫ জুলাই উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন, হরিদ্বার, পাউরি এবং নৈনিতালে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মমতা ভোটকুশলী প্রশান্তকে ডেকেছেন কেন?

অপূর্ব দাস

লোকসভা ভোটে বিজেপির ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের চোখের সামনে তাঁর সাজানো তৃণমূল বাগান অর্ধেক ওলটপালট। নিজের শক্তির ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখার যেন টান ধরেছে লড়াকু নেত্রীর। বোঝান যে বিরোধী পক্ষে অবস্থান আর শাসন ক্ষমতায় থাকার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ক্ষমতার মেদ জমেছে দলের শরীরে। ২০১২-এর বিদানসবা কিংবা তার আগে পুরসভার ভোটে চ্যালেঞ্জ নিতে হলে তৃণমূলের নামের ঘোড়াটাকে আগের মেজাজে দৌড়তে হবে। দলকে চাঙা করতে তাই ভোটের জাদুকর আনা হয়েছে। নাম তাঁর প্রশান্ত কিশোর। অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলে কী হবে তিনি ইতিমধ্যেই ভোটকুশোলী হিসেবে রেকর্ড করেছেন। বৈতরণী পারহতে মমতা তার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছেন। কেন মমতা নিলেন পেশাদারী সহায়তা? দলের লক্ষ্য একটাই, হ্যাটট্রিক করা। সেই কাজে পুরোদমে লেগে পড়েছেন ভোটশুরু। 'ব্যাকরুম স্ট্যাটেজিস্ট বলে খ্যাত প্রশাসন্ত কিন্তু নেপথ্যাচারী। বোঝাই যাচ্ছে নেত্রী লাগাম তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের ভালমন্দ দলের সর্বস্তরের নেতানেত্রীদের চলন-বলন থেকে জীবনাযাপন সব কিছুই চলছে তাঁরই কথায়। তবে অবশ্যই নেত্রীর সবুজ সংকেতে। মমতা আগাপাশতলা রাজনীতিক। রাজ্যের মানুষ তাঁর ক্রমান্বয়ে উত্থানের সঙ্গে পরিচিত। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তাঁকে নানারূপে দেখেছি। দেখেছি সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই করার অসামান্য মানসিক শক্তি। মানুষকে কাছে টানার জাদুকরী ক্ষমতা। রাজনীতিটা তিনি যেমন ভালো বোঝেন তেমনি রাজ্যের মানুষের মন। তিনি কি বুঝতে পারেননি যে দলের সুসময় ফিকে হয়ে যাচ্ছে। যদি বুঝতেন সেটা ঢাকা দিতে চাইতেন অন্যভাবে। অভিযোগ উঠেছে, প্রভাব বজায় রাখতে তিনি প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন কারণে অকারণে। বিরোধী শক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়ার পরিসর দেননি। তাঁর দলের মধ্যেও কেউ 'মন কি বাত' বলার সাহস পাননি। তাঁর আত্মবিশ্বাসও পাহাড় প্রমাণ। এখন নিজের শক্তির ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না। অথচ লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়েও তিনি বলেছিলেন সব আসনে তাঁকে জতাতেই যেন মানুষ ভোট দেন। সেই অবস্থায় কি চিড় ধরেছে? সেটা স্পষ্ট হয়েছে তাঁরই কথা, ভোটের ফল দেখে মৌনী ছিলেন তিনদিন, পরে দলীয় বৈঠকের পর তিনি প্রথম মুখ খুলেই জানিয়ে দেন মানুষের জন্য আর কিছু করবেন না, এখন থেকে তিনি শুধু রাজনীতি করবেন। তিনি বুঝেছেন দানখয়রাত করে জেলায় জেলায় ছোটাছুটি করে মানুষের মনের কাছে পৌঁছানো যায় না। তিনি বুঝেছেন দিনবদলের সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা বেড়েছে।

মমতা কেন দলের স্বাস্থ্য ফেরানোর ভার ভোটগুরুর হাতে সঁপে দিয়েছেন তা জানতে হলে প্রশান্ত কিশোর সম্পর্কে দু'চার কথা জেনে নেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৭-এ জন্ম প্রশান্তর, জনস্বাস্থ্য নিয়ে পড়াশোনা করে রাষ্ট্রসংঘে কাজ করেন ৮ বছর। ২০০৮ ও ২০১২-তে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আধুনিক ভোট স্ট্র্যাটেজি দেখে আকৃষ্ট হন। ২০১২-তে গুজরাতে নরেন্দ্র মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য জয়ের কৌশল ঠিক করার দায়িত্ব পেয়ে সফল হন এবং প্রশান্তের হাতযশ বাড়ে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জিতিয়ে। পেশাদার দক্ষ শ'দুয়েক তরুণ-তরুণী নিয়ে সিটিজেন্স অ্যাকাউন্টবেল গভর্ন্যান্স' গঠন করেন। মোদির সাফল্য নিয়ে তাঁর ভূমিকা সমালোচনার মুখে পড়ায় তিনি বিজেপি ছেড়ে দেন। ২০১৫-এর বিহারে জেডিইউ পাশে দাঁড়ান 'আই প্যাক' গড়ে। তখন নীতীশ কুমার সরকারের জনপ্রিয়তা ট্র্যাক রেকর্ড অসাধারণ। তামিলনাড়ুর এডিএমকে মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামীও তাঁর সাহায্য চেয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব কলাকাতা অঞ্চলে একটা অফিস নিয়েছেন। হাতি পোষার খরচ কত? বাজারে জোর গুজব ৫০০ কোটি টাকা যুক্তি করেছেন মমতা। যদিও নেত্রী বলেছেন, ভাল লাগে বলে উনি কাজ করে দিতে রাজি হয়েছেন। সবাই কি টাকা নিয়ে কাজ করে? দলের সর্বোচ্চ নেত্রী নিদান হেঁকেছেন। এ পর্যন্ত দলের প্রধান কোচ সম্পর্কে কেউ একটি কথাও উচ্চাবাচ্য করেনি। তাঁকে নিয়ে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দলের প্রত্যেকেই এড়িয়ে তলানিতে। কংগ্রেস ও আরজেডির সঙ্গ নীতীশের জেডিইউর মহাজোটবন্ধন করার ক্ষেত্রে প্রশান্তর পরামর্শ ব্যাপক কাজে দেয়। ভোটে জয়ের পর নীতীশ পুরস্কার দেওযার মতো তাঁকে দলের সহ সভাপতি করেন। এরপর পাঞ্জাবে কংগ্রেসের অমরিন্দর সিংকে জয়ী করাতেও সফল হন। সর্বশেষ সফলতা এসেছে অন্ধপ্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেসের জগন্মোহন রেড্ডির জয়ে। শুধু ২০১৭-এ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা বোটে কংগ্রেসের হয় তাঁরকেশৈলকাজে না আসায় তাকে ছেঁটে ফেলা হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর সাফল্যের ট্র্যাক রেকর্ড অসাধারণ। তামিলনাড়ুর এডিএমকে মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামীও তাঁর সাহায্য চেয়েছেন।

শোনা যাচ্ছে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব কলাকাতা অঞ্চলে একটা অফিস নিয়েছেন।শ'পাঁচেক যুবক-যুবতীকে নিয়োগ করেছেন। হাতি পোষার খরত কত? বাজারেজোর গুজব ৫০০ কোটি টাকা চুক্তি করেছেন মমতা। যদিও নেত্রী বলেছেন, বাল লাগে বলে উনি কাজ করে দিতে রাজি হয়েছেন। সবাই কি টাকা নিয়ে কাজ করে? দলের সর্বোচ্চ নেত্রী নিদান হেঁকেছেন। এ পর্যন্ত দলের প্রধান কোচ সম্পর্কে কেউ একটি কথাও উচ্চবাক্য করেনি। তাঁকে নিয়ে যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দলের প্রত্যেকেই এড়িয়ে যাচ্ছেন।

তৃণমূলে প্রশান্তেরপ্রবেশ ঘটেছে গত মাসে। সবাই দেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ৬ জুন নবান্নে গিয়ে মমতার সঙ্গে দু'ঘণ্টা বৈটকের পর ডিল হয়। এরপর নেত্রীর সঙ্গ দু'বারও দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত থেকে দলের অন্দরমহলের রোগ বোঝার চে,টা করেছেন। ভোটকুশলীর হাতে দলের পচিকিৎসার ভার দিয়ে মমতা স্বস্তি পেয়েছেন। আর 'পিকে' (এই নাম চলছে রাজনৈতিক মহলে) দায়িত্ব নিয়েই দাওয়াই প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন। জেলা সভাপতিদের বুঝিয়েছেন। জেলা সভাপতিদের বুঝিয়েছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে পরিসর দিতে হবে। তার ফল হাতেনাতে দেখা গেছে বীরভূমের মতো জেলায়। গত ১৬ জুলাই বোলপুরের রজতপুরে জবরদখল সিপিএম পার্টি রং করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেতা ও মুখপাত্রদের বুঝিয়েছেন যে যুক্তি ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বললে তবেই রাজ্যের মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন মিলবে। কোনওকালেই মাটিতে পা রেকে রাজনীতি করেননি প্রশান্ত, কিন্তু তাঁর থেকেই ক্লাস হচ্ছে তৃণমূলের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা নেতাদের। একেই বলে কপালের ফের। ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে প্রশান্ত কিশোরকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছাড় দিয়েছেন মমতা। পিকে-র পরামর্শ মেনে দল যে চলতে শুরু করেছে তার প্রমাণও মিলেছে। মমতা তো ভোটেই সব নেতাই বাকসংযম দেখাচ্ছেন। ভোটগুরুর পরামর্শে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুটা পর্দার আড়ালে।নেতাদের ক্লাস নিতে গিয়ে শিক্ষক প্রশান্ত অভয় দিয়ে বলেছেন, চিন্তা করার মতো অবস্থা হয়নি। হাতে এখনও ঢের সময় রয়েছে। তার মধ্যে সব ভুলক্রুটি শুধরে নিলেই আর কোনও চাপ থাকবে না। বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের সামনে। দুই, বিরোধীদের রাজনীতি করার পরিসর দিতে হবে যাতে তাঁদের বাড়বাড়ন্ত হয়। তাঁরার বাড়লে ভোট ভাগাভাগির সুযোগ পাবে তৃণমূল। জনগণও মনে করবে শাসক দল গণতন্ত্র মেনে কাজ করছে। তিনি, জনসংযোগ বাড়াতে, মানুষের কাছে গিয়ে ভুলক্রুটি কবুল করে ক্ষমতা চাইতে হবে। অভাব অভিযোগ শুনতে হবে। চার বিরোধী দলের সঙ্গে দলের কর্মীরা যেন সংঘর্ষে না জড়ায়। উস্কানির ফাঁদে পা না দেয়। এটা জনগণ ভালো নেয় না। পাঁচ বিভিন্ন স্তরে সংগঠন বাড়ানো, দলের কাজেরজন্য যোগ্য কর্মী খোঁজা, মত বিনিময়ের ওপর দিতে হবে জোর, ঘুরে দাঁড়াতে হবে। প্রশান্ত কিশোর তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারার কথা বলছেন যুবাদের উদ্দেশ্যে। কীভাবে একের পর এক রাজনৈতিক সিঁড়ি চড়ে কাউন্সিলর বিধায়ক ও সাংসদ হওয়া যাবে। ১৩ জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্যান্স ক্লাব-এর একটি ফেসবুক পেজে প্রশান্ত কিশোরের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। সঙ্গে লেখা হয়েছে, দেশের যুব সমাজের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত কিশার কী বার্তা দিলেন শুনে নিন। ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যানস ক্লাবের এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজারের কিছু বেশি। অভিজ্ঞ রাজনীতিক মমতা চোখ-কান খোলা রেখেই চলেন। অনেক খবরাখবরও রাখেন। জানেন আধুনিক জীবনাযাপনের সঙ্গে ভোটযুদ্ধের রণনীতি পরিবর্তন হয়েছে। পেশাদারি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। সেই পথই ধরেছেন তিনি। যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, 'বৈদ্য ডেকেও তৃণমূলকে বাঁচানো যাবে না।' তৃণমূলের কাছে এখন পিকে বিলেতফেরত ডাক্তার। তাঁর মস্তিস্ক আর মমতার প্রতি আমজনতার আবেগকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটবাক্সে বসন্ত আনারজন্য জাদুছড়ি ঘোরানো শুরু হয়েছে। অবক্ষয় রোধ করতে সম্প্রতি কাটমানি ইস্যুকে প্রকাশ্যে এনছেন নেত্রী। তা নিয়ে রাজ্য তোলপাড় হচ্চে বিড়ম্বমার মধ্যে পড়তে হচ্ছে শাসক দলের নেতাদের একাংশকে। এটা ঠিক যে খুল্লামখুল্লা দুর্নীতিতে লাগাম দিতেই কাটমানি ইস্যু এনেছেন দিদি। বুমেরাং হতে দেখ তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ২১ জুলাইয়ের সভায়, বলেছেন, একটা মহৎ উদ্দেশ্যে বলেছিলাম আর বিজেপি ডাকাতরা তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এসব চলবে না। তিনি পাল্টা ব্ল্যাকমানি ইস্যুতে কেন্দ্রে বিরুদ্ধে আন্দোলন নামর ডাক দিয়েছেন। দলে এখনও মমতাই দিশা নির্দেশ করেন। তিনি মোদি বিরোধীতার রাস্তা কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের পথে ধরেই এগোতে চাইছেন। তাঁর লড়াই দিল্লির বিরুদ্ধে। কারণ দিল্লির শাসকদলই তাঁর কুর্সি ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। সেই প্রয়াস রুখতে শহিদ দিবসে দলীয় কর্মীদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন মমতা।

প্রশান্ত কিশোর তাঁর কতটা ঘর গুছিয়ে দিতে সক্ষম হবেন তা সময়ই বলবে। তরে এ রাজ্যের একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার মানুষ দক্ষিণী রাজ্যের মতো পাঁচ বছর অন্তর শাসকদল বদল করেন না। ধৈর্য ধরে আস্থা রেখে কাজ করার সুযোগ দেন। কিন্তু একবার বিশ্বাস চলে গেলে আশাহত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে থাঁদেরমন জয় করা কঠিন। সিপিএমের তখন ভিতরে ক্ষয় ধরেছে পুরোমাত্রায। একে একে পঞ্চায়েত ও পুরসভা হাতছাড়া হচ্ছে। ২০০৯-এ লোকসভা ভোটে তৃণমূল ২৬ টা আসন পেয়েছে। লালদুর্গের ভিত নড়ে গেছে। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে আলিমুদ্দিনের এক ভড় মাপের নেতাকে প্রশ্ন করেছিলমাম হাওয়া কেমন বুঝছেন? সত্যি কথাই বলেছিলেন তিনি ভাল হবে এমন আশা দেখছি না। দেখা যাক কী হয়।

মা-মাটি মানুষের সরকারের কথা এখন আর উচ্চারিত হয় না। তবু মুখ্যমন্ত্রী জানেন মানুষকে নিয়ে চলতে হবে। নীচুতলার কর্মীরাই দলের সম্পদ। ঘুরে দাঁড়াতে চান জেদি ও অনমনীয় নেত্রী মমতার দিক থেকে রাজ্যের মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন কিনা তা জানতে আরও দুটো বছর অপেক্ষা করতে হবে যদি না তিনি মধ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যান।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

নিউ থিয়েটার্সের পঞ্চকন্যার এক কন্যা

দিলীপ পাল

নিউ থিয়েটার্সের পঞ্চকন্যার এক কন্যা সুনন্দ ব্যানার্জি। অতীতের খ্যাতনামী চিত্রাভিনেত্রী। যাঁরা পরিচালক নীতির বসু'র 'কাশীনাথ' ছবিটি দেখেছেন বা যাঁদের স্মৃতিতে ছবিটি আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁরা নিশ্চয়ই অভিনেত্রী সুন্দর ব্যানার্জিকে মনে রেখেছেন। সুনন্দ ব্যানার্জির জন্ম কলকাতায় ৩ আগস্ট, ১৯২১ সালে। তাঁর আসল নাম ইলা। কিন্তু অভিনয়ের সুবাদে বীরন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ইলা নামটি ত্যাগ করে তাঁকে সুনন্দা ব্যানার্জি নামটি দিয়েছিলেন। বাব জগদীশ মুখার্জি, মা নীহারবালা (ডটার অফ প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁর শিক্ষালাভ শুরু হয় ডাফ স্কুলে। তারপরে ও শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সুধীর ব্যানার্জির সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় যাওয়ার দরুণ লেখাপড়া আর বেশি করতে পারেননি। সুনন্দা ব্যানার্জি মাত্র৭ বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন নির্বাক ছবি। নিদ্রিত ভগবান এ। এরপর বহু ছবিতে তিনি শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন। তবে নায়িকা হিসেবে তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি নীতিন বসু পরিচালিত 'কাশীনাথ', তখন সুনন্দানেবীর বয়স মাত্র ২১ বছর এবং তাঁরপরিবারে এক পুত্র ও এক কন্যার জননী। যে কোন কারণে হোক সুনন্দা দেবীকে বাটার বাড়ি চলেআসতে হয়-পুত্র-কন্যাকে নিয়ে। তখনকার দিনে খ্যাতনামা সহকারী চপিচালক সৌরেন সেনের (নিউ থিয়েটার্স) কাছে যান অভিনয়ের জন্য। সেই সময় পরিচালক নীতিন বসু তাঁরনতুন ছবি 'কাশীনাথ'-এর জন্য নতুন মুখের সন্ধান করেছিলেন। তখন সুনন্দা দেবীকে স্ক্রিন টেস্ট নেওয়ার পর ওই ছবির নায়িতা নির্বাচিত করেন পরিচালক নীতিন বসু। তারপরের ইতিহাস ছবিটি হিট হয় তবে ছবিটি শুধুমাত্র হিট নয়, সুপার-ডুপার হিট হয়। ছবিটি মুক্তিলা করেছিল ১৯৪৩ সালে এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভাল 'নিদ্রিত ভগবান' ছবিটি মুক্তিলাভের পর তিনি ছবির জগৎ তেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত কোনও ছবিতে অভিনয় করেননি। এমতাবস্থায় ছবিতে কাজ না করার সুবাদে সংসারের অর্থ কষ্ট বাড়তে থাকে। ছেলে-মেয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, সংসারের খরচ বাড়তে থাকে। তখন সংসারের অর্থ কষ্টের কথা ভেবে সংসারের দুঃখমোচন করতে আবারছবিরজগতে ফিরে আসেন।

তারপরে তিনি 'নীহারিকা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন অবসর সময়ে। মহিলা শিল্পী 'মহল'-এর অন্যতম সংসকঠ ছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সুনন্দা দেবী নাচ, গানও জানতেন-আবৃত্তি শিখেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছে। অভিনয় করেছিন ৭০টিরও বেশি ছবিতে এবং নায়িকার ভূমিকায়।

তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হলো 'কাশীনাথ', 'সাধক রামপ্রসাদ', ভগিনী নিবেদিতা, 'দত্তা', 'দুই পুরুষ,' 'আনন্দমঠ', 'শুন বরনারী', 'ক্ষুধা', 'উল্কা', বিরাজ বৌ', 'শুভদা', 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র', 'অর্ধাঙ্গিনী', 'পল্লীসমাজ', 'নার্স সিসি', প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাঁর (সুনন্দা ব্যানার্জি) অভিনয় প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে। মহানায়ক উত্তমকুমারেরসাথে অভিনয় করেছেন। 'মায়ামৃগ', 'শুন বরনারী, 'কাশীনাথ', 'দধিদান', 'অক্ষনগর', 'বিরাজ বো', প্রভৃতি ছবিতে। তবে কালের নিয়মে আমাদের সবাইকে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়, তেমনি অভিনেত্রী সুনন্দা ব্যানার্জিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মতো আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ২৮ আগস্ট ১৯৬৬ সালে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

BHARATIYA MAZDOOR SANGH
ভারতীয় মজদুর সংঘ
64th Year Foundation Day

মঙ্গলবার ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

রহস্যের কিনারা,সামনে এল শিশু কন্যার আসল বাবা

কলকাতা,২৩ জুলাই (হি.স.): রবিবার রাত থেকে জলঘোলা আরম্ভ হলেও অবশেষে কাটল জটউ এক কন্যাসন্তান আর তার পিতৃত্বের দাবিদার ৩ জন।তবে,অবশেষে মঙ্গলবার রহস্য কাটিয়ে সামনে এল শিশু কন্যার আসল বাবাউ

রবিবার থেকেই সদ্যোজাত শিশু কন্যার আসল বাবা কে, তা নিয়ে দন্ধে পড়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলিবাগানের একটি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশু জন্মানোর পর থেকে তিন যুবক হাসপাতালে এসে নিজেদের ওই শিশুর 'বাবা' হিসাবে দাবি করেন।এরপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খবর দেয় নেতাজি নগর থানায়উঅবশেষে সমাধান হল 'বাবা' রহস্যের।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর শিশু কন্যার মা স্বপ্না মৈত্র স্বীকার করেন,হর্ষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্য অশান্তির কারণে তিনি হর্ষের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরে থাকছিলেন না। সন্তানসম্ভবা অবস্থায় তিনি চিকিৎসার জন্য গাঙ্গুলিবাগানের ওই হাসপাতালের কাছে রবীন্দ্রপল্লিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন তাঁর আসল বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ায়। গত শনিবার তাঁর বন্ধু দীপঙ্কর পাল তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রে তিনি সই করেন। তিনি চাননি হর্ষ গোটা বিষয়ের মধ্যে যুক্ত হোন।অন্য দিকে হর্ষ দাবি করেন, তিনি স্বপ্নার হোয়াটস্যাপ আপডেট দেখে জানতে পারেন যে তাঁর স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। জানতে পারার পরই তিনি তাই হাসপাতালে আসেন নিজের মেয়েকে দেখতে।অন্যদিকে, স্বপ্না স্পষ্ট করে বলেননি, কেন আত্মীয় হিসাবে সই না করে দীপঙ্কর নিজেকে স্বপ্নার স্বামী হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন? তবে প্রদীপ রায় নামে তৃতীয় ব্যক্তি সোমবার নিজেকে ওই শিশুকন্যার বাবা বলে পরিচয় দিলেন কেন তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে।সেই নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ

রাস্তায় বর্জ্য নিক্ষেপকারীর ছবি পাঠালে ৫০০ টাকা করে পুরস্কার, গুয়াহাটি পুর নিগমের ব্যতিক্রমী অফার

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরকে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন করে রাখতে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন গুয়াহাটি পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অবচেতন নাগরিকুল সে সব পদক্ষেপে বিশেষ সাড়া দেননি। এত সবেও কোনও সুফল না পেয়ে এবার এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে গুয়াহাটি পুর নিগম।

গুয়াহাটি পুর নিগমের কমিশনার দেবেশ্বর মালাকার জানান, এখন থেকে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার না করে প্রকাশ্য রাজপথে বর্জ্য যারা ফেলবেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। জানান, মহানগরের যেখানে-সেখানে যত্রতত্র বর্জ্য-আবর্জনা ফেললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তিনি জানান, এছাড়া রাজপথ বা পদপথে আবর্জনা যে বা যাঁরা ফেলছেন, সে ধরনের দৃশ্য সংবলিত কোনও ব্যক্তির ফটো যদি কেউ পুর নিগমকে দিতে পারেন, তা-হলে ফটোদাতাকে জিএমসি-র পক্ষ থেকে ৫০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। ডাস্টবিনের পরিবর্তে রাস্তায় বর্জ্য নিক্ষেপকারীর স্পষ্ট মুখমণ্ডল, সম্ভব হলে নাম—ঠিকানা লিখে পুর নিগমের নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বা ই—মেইল যথাক্রমে ৮৮১১০ ০৭০০০, ৭৩৯৯০ ০৩০০১, ৭৩৯৯০ ০৩০০২, ৭৩৯৯০ ০৩০০৩, ৭৩৯৯০ ০৩০০৪ এবংএই ফটো দাখিল করা যাবে, জানান কমিশনার দেবেশ্বর মালাকার।

অভিযোগ দাখিলের পরই পুর নিগমের স্কোয়াড আবর্জনা নিক্ষেপকারী ব্যক্তির কাছ থেকে এক হাজার টাকার জরিমানা আদায় করবে। তিনি জানান, অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখবে পুর নিগম কর্তৃপক্ষ।

ভরা শ্রাবণে বৃষ্টিশূন্য বীরভূম ব্যাঙের বিয়েতে পাত পরল তিনশতাধিক

সাঁইথিয়া, ২৩ জুলাই (হি. স.) : শ্রাবণের শুরুতে বিয়ের ডেট না থাকলে কি হবে। বর আর কনে পক্ষের যে আর অপেক্ষা করলে চলবে না। তাদের বিয়ে বলে কথা! তাই বড় কালীতলা মন্দিরে ঘটা করে হয়েছে ছাতনা তলা। মন্দিরের পিছনেই থাকে বর কনে। নির্দিষ্ট সময়ে বর কনেকে সাজিয়ে আনা হল ছাতনা তলায়। পুরোহিত তো আগেই হাজির।

শুরু হল বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ। সাতপাকে ঘোরা, মালা বদল, উলু, বাজনা শঙ্খ ধ্বনি কোন কিছুর বাদ নেই। বর যাত্রীদের খাতির যত্ন। বিয়ের পর দিন তাসা পার্টি বাজনার সঙ্গে এলাকায় ঘুরে ঘুরে মন্দিরে প্রমাণ সেরে ফিরল মেয়ে জামাই। বিয়ের উপলক্ষ একটাই, এই ভরা শ্রাবণে নির্জলা বীরভূমে একটু ভারী বর্ষনে আশায় এই বিবাহ অনুষ্ঠান। তাই বিয়ের পিড়িতে বসলেন ব্যাঙগমা ব্যাঙগমি।

তাদের বাস বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভার ১১ ওয়ার্ডের টিবি পাড়ার বড় কালীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে। পাড়ার জনা দশ ছেলে পুলে ও চাষীরা শুনেছে ব্যাঙ এর বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে। সেই আশায় স্থানীয় চাষীরা ঘটা করে রবিবার সন্ধ্যায় ব্যাঙ বিয়ের আসর বসালো পড়ার কলীতলায। শ্রাবণ মাসে বিয়ের যেমন ডেট নেই, তেমন বৃষ্টির ও দেখা নেই। তাই দুদিন ধরে চললো ব্যাঙের বিয়ের অনুষ্ঠান। পাড়ার বাসিন্দা চাষী বাবলু দাস, শ্রীকান্ত দাস, ভিম দাস, কার্তিক দাস মত আরও জনা ৮ ছেলে পুলে ব্যাঙ বিয়ের তোরজোড শুরু করল। সেই মত এলাকার লোকজন চাষী কেষতমজুর, দীন মজুর রা একজোট হযে চাঁদা তুলতে শুরু করে।

শুরু হয় বিয়ের জোগাড়। ফুল ফল নৈবেদ্য সহ সমস্ত সামগ্রী জড়ো করে পুরোহিত কানু ঠাকুর এর ডাক পরে। তিনি ছাতানা তলায় মেয়ে জামাই কে হাজির করতে বললে শ্রী কান্ত মন্দিরের পিছন থেকে দুটো ব্যাঙ ধরে নিয়ে আসে। তাকে নিয়ে শুরু হয় মন্ত্র উচ্চারণ। পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে বাজনা সহ শুরু হল শহর ঘোরা। পরে তিনশতাধিক লোকজনের পাত পরল ব্যাঙের বিয়ে তে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রবি চুনারী বলেন, স্থানীয় ছেলেরা হই হই করে ব্যাঙ বিয়ে দিয়েছে বৃষ্টির জন্য। এলাকাবাসী খাওয়া দাওয়া করছে। ' এলাকার বাসিন্দা চাষী ধরম দাস, জিতেন দাস সনৎ দাসরা বলেন, এই শ্রাবণে ও বৃষ্টি নেই। আমরা চাষ করতে পারি নাই। ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয় সেই আশায় বিয়ের অনুষ্ঠান হল। মন্দির চত্বরে ছাতনা তলায় হবে অষ্টম মঙ্গলার অনুষ্ঠান।

ভাসছে কোকরাঝাড় শহর, জল ছেড়েছ ভুটান, সন্দেহ

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : গত দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে কোকরাঝাড়ে। এতে এমনিতে জমা জলের তাণ্ডবে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন শহরের নাগরিকরা। এরই মধ্যে মঙ্গলবার আচমকা গোটা কোকরাঝাড় সদর শহর ডুবে যায় জলে। ধারণা করা হচ্ছে, গোপনে ভুটান থেকে জল ছাড়া হয়েছে। আজ দুপুরে আচমকা শহরের জেডি রোড, আরএনবি রোড, শান্তিনগর, টেঙ্গাপাড়া, সুদেমপুরি প্রভৃতি এলাকা-সহ সমগ্র কোকরাঝাড় শহর জলে ডুবে যাওয়ায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট সর্বত্র জলমগ্ন হয়ে গেছে।সদর শহরের কোর্টপাড়ায় স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এমনিতে বন্যার সময় প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে যে সকল কার্যালয় খোলা ছিল, সেগুলোতেও উপস্থিতির হার ছিল একেবারে নগণ্য। এদিকে জেলার গৌরাং নদী-সহ অন্য নদীর জলস্তর বাড়ছে। এতে জনসাধারণ শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয়রা বলেছেন, এর আগে কস্মিনকালেও শহরে এ-ধরনের জল তাঁরা দেখেননি। তাই তাঁরা সন্দেহ করছেন প্রতিবেশী ভুটান গোপনে জল ছেড়েছে। না-হলে এমন হতে পারে না। অন্যদিকে, ভুটান যে জল ছেড়েছে, সে সম্পর্কে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য নেই বলে জানিয়েছে কোকরাঝাড় জেলা প্রশাসন। জেলার দোতমায় বন্যার ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হল্টুগাঁও-পাটগাঁও সড়কের ওপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। বালাজান তিনালির কাছে উচামাটিতে পূর্তসড়ক বাঁধ ভাঙার উপক্রম হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন সতর্কতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি উদ্ভূত যে-কোনও পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

প্রচারের আলোককেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ: উদ্যোগ বিশ্বভারতীর

শান্তিনিকেতন, ২৩ জুলাই (হি.স.) : প্রায়শ্চিত্ত, না সংশোধনী- তা বিচার করবে বলবে সময়। তবে, সোজা সাপটা ভাবে বলা যায়, বিশ্বভারতী উদ্যোগ নিল তার অশ্রুত নায়ককে নতুন করে আবিষ্কার করতে। তিনি হলেন, বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্তান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কম ছিল না। শুধু মাত্র ব্রহ্ম চার্যশ্রমের পাঁচ বালকের একজন ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক প্রকার হৃদস্পন্দন। রবীন্দ্র ভাবনা কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এক মূল্যবান প্রকাশ। মাধ্যমিক স্তরের পাঠের পর কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার জন্য ইলিনসিস যান তিনি। পাঠ সমাপ্ত করে চার দশক শান্তি নিকেতনে কাটান তিনি। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া বিশ্বভারতী এই শিখরে উঠতে পারতো না। তাঁর প্রচেষ্টায় টেগোর মেমোরিয়াল গড়ে ওঠে। কিন্তু রথীন্দ্রনাথকে প্রচারের আলোতে কোন দিন আনা হয় নি। অশ্রুত থেকে গেছেন চিরদিন। ১৯৩৮ সালের ২৮ জানুয়ারি, এক স্বাক্ষরিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবীকে। তিনি লেখেন, আমি আমার সৃষ্টি যথা সঙ্গীত, নাটক সবকিছুর একচ্ছত্র অধিকার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্র বধূ প্রতিমা দেবীকে দিয়ে গেলাম। তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী আশ্রম ও তার বাইরে এগুলো কোন বিকৃতি ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে। এই আশঙ্কা থেকে এই দায়িত্ব তাদের উপর দিয়ে গেলাম , ভবিষ্যতে কেউ দায়িত্ব নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করবে না, তা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে রাজনীতি রথীন্দ্রনাথকে আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি দেরাদুনে চলে যান। সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৯৬১ সালে তাঁকে শান্তিনিকেতনে ডাকা হয়নি। এটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে আজ অনেক আশ্রমিক মনে করেন।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিশ্বভারতীতে তাঁর লেখা, চিঠি, ডায়রি, ছবি চার সমগ্রের আকারে প্রকাশ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রভবনের বিশেষ আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায় সেগুলো সম্পাদনার কাজ করছেন। প্রথম ভলিউম এই বছরের ২৭ নভেম্বর প্রকাশ পাবে, বলে জানা গেছে। কারণ ওই দিন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিন। প্রথম ভলিউমের নাম রথীন্দ্র রচনা সংগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও অপ্রকাশিত রচনা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ভলিউমের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভলিউম ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ পাবে। চতুর্থ ভলিউম বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করার কথা। চারটি ভলিউম আগামী এক বছরের মধ্যে প্রকাশ পাবে, বলে সূত্রের খবর। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী জানান, বিশ্বভারতীর উন্নয়নে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ভলিউম পাঠ করলে রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অনেক ধারণা পরিবর্তিত হবে। এই প্রচেষ্টায় আমি খুশি।

বাংলাদেশের জাতীয় পাটির অভ্যন্তরে চাপানউতর, কাদেককে চেয়ারম্যান পদে মানতে নারাজ রওশন

ঢাকা, ২৩ জুলাই (হি.স.) জাতীয় পার্টি কি ভাঙনের মুখে ঊ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পদে জি এম কাদের (গোলাম মোহাম্মদ কাদের)কে মানতে রাজি নন সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশন এরশাদ।

সোমবার গভীর রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো প্যাডে হাতে লেখা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রওশন দাবি করেছেন, যথাযথ কোনও ফোরামে আলোচনা না করেই জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে জি এম কাদের মঙ্গলবার সকালে হিন্দুস্থান সমাচারকে বলেন, ভাঙনের প্রশ্নই ওঠে না। যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি সোমবার গভীর রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এটার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। যাদের নাম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসেছে তাদের কয়েকজনই আমাকে বলেছেন তারা বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জি এম কাদের আরও বলেন, প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাংগঠনিকভাবে আমাকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব আমার ওপরে এসে পড়ে, আমার নেতা-কর্মীরা তাই করেছেন। এতে সাংগঠনিক নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।

রওশনের পাঠানো বিবৃতিতে পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী চেয়ারম্যান না হওয়া পর্যন্ত জি এম কাদেরকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রওশন। এতে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন সাত জন সংসদ সদস্যসহ দলের সভাপতিম-লীর দু'জন সদস্য। বিবৃতির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন রওশন এরশাদ। তিনি বলেন, আমি এই বিবৃতি দিয়েছি। জরুরি ভিত্তিতে করার কারণে বিবৃতিটি হাতে লেখা হয়েছে। জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ১৪ জুলাই মারা যান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এর আগে গত জুনে শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরকে দায়িত্বভার অর্পণ করেন তিনি। এরশাদের মৃত্যুর চার দিনের মাথায় গত ১৮ জুলাই জাতীয় পাটির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জি এম কাদেরকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে গণমাধ্যমের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। আর এর পাঁচ দিন পরেই তাকে চেয়ারম্যান পদে মানতে আপত্তি জানালেন রওশন এরশাদ ও তার অনুসারীরা।

সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতার প্যাডে হাতে লেখা এই বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ লিখেছেন, সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মারফত আমরা জানতে পেরেছি জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা আদৌ কোনও যথাযথ ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বপালনকালে জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের ধারা ২০ (২) এর খ-এ দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। যথা'মনোনীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সভাপতিম-লীর সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করবেন। চেয়ারম্যানের অবর্তমানে ধারা ২০ (২) এর 'ক' কে উপেক্ষা করা যাবে না। আশা করি বর্তমানে যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী চেয়ারম্যান না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। বিবৃতিতে দলের সব নেতাকর্মীকে গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

বিবৃতিতে এ ঘোষণার প্রতি একমত পোষণকারী আরও সাত জন সংসদ সদস্য ও সভাপতিম-লীর সদস্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন সভাপতিম-লীর সদস্য ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি, ফখরল ইমাম এমপি, সেলিম ওসমান এমপি, লিয়াকত হোসেন খোকা এমপি, রওশন আরা মান্নান এমপি, নাসরিন জাহান এমপি, মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী এমপি, মীর আব্দুস সবুর আসুদ ও অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন।

এর মাধ্যমে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে বিভক্তির বিষয়টি আবারও সামনে চলে এলো। এরশাদের মৃত্যুর পর জিএম কাদের ও রওশন এরশাদের মধ্যে দলের নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা নিয়ে যে বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে তা রাজনৈতিক মহলে অনুমিতই ছিল। বিশেষ করে সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতার আসন নিয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টি এমন আভাস আগেই দিয়েছিল। একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলের আসনে গিয়ে গত জানুয়ারিতে জি এম কাদেরকে সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ঘোষণা করলেও সে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেননি পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সংসদের প্রথম অধিবেশনের পরেই তাকে সরিয়ে রওশন এরশাদকে বিরোধীদলীয় উপনেতা করতে বাধ্য হন তিনি।

'সোনার মেয়ে' হিমাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান আরকে সিনহার

গুয়াহাটি, ২৩ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৮ দিনে পাঁচটি সোনা জয় করে ভারতকে গৌরবোজ্জ্বল করায় দুরন্ত হিমা দাসকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যসভার সদস্য তথা বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রকিশোর সিনহা।

আজ তাঁর ট্যুই হ্যান্ডলে রবীন্দ্রকিশোর তথা আরকে সিনহা লিখেছেন, 'গোল্ডেন গার্ল' একের পর এক নয়া কীর্তি রচনা করছেন। স্বর্ণপদক লাভ করে ভারতের নাম আরও শিখরে নিয়ে গেছেন, দেশকে আরও গৌরবোজ্জ্বল করেছেন তিনি। এই সোনার মেয়ে দেশের এক গর্ব।

অসম-কন্যা হিমার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত গোটা দেশ। আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় একের পর এক স্বর্ণজয়ের ধারা অব্যাহত রাখায় 'ধিং এক্সপ্রেস' হিমা দাসকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অসম-অরুণাচল প্রদেশ-ত্রিপুরা-মেঘালয়-নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মাস্টারব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলি, সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, মোহময়ী অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা-সহ একাধারে দেশের তারকা-মহাতারকাদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দুর্দান্ত প্রদর্শনের বলে দেশবাসীর নয়নের মণি হিমা দাসকে ইতিমধ্যে টুইটারযোগে অসমিয়া ভাষায় অভিনন্দন জনিয়ে ২০২০ সালের অলিম্পিকে ভারতের জন্য বিজয়বার্তা কেড়ে আনার কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও স্বর্ণকন্যা হিমাকে তাঁর সাফল্যের জন্য অভিনন্দনবার্তার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছিলেন, গত কয়েকদিনে অ্যাথলিট হিমা দাসের অর্জিত সাফল্যে ভারত গর্বিত। হিমা যেভাবে আলাদা টুর্নামেন্ট থেকে পাঁচটি সোনা আদায় করেছেন তা অসাধারণ।

আস্থা ভোটে হার, ১৪ মাসেই জোট সরকারের পতন কর্ণাটকে

বেঙ্গালুরু, ২৩ জুলাই (হি.স.) : মাত্র ১৪ মাসেই জোট সরকারের পতন কর্ণাটকে। ১০৫-৯৯ ভোটে হার কংগ্রেস-জেডিএস জোটের। মঙ্গলবার কর্ণাটকের আস্থা ভোট জোটের পক্ষে মাত্র ৯৯টি ভোট পড়েউ অন্যদিকে বিজেপির পক্ষে পড়ে ১০৫টি। উল্লেখ্য, এদিন কর্ণাটক বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ছিল ১০৩। ১০৫টি ভোট পেয়ে রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি সমালোচনার মুখে কর্ণাটকের অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে আস্থা ভোট করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীকে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মত দিনভর চলে আলোচনার ঊ এদিন বিধানসভায় আস্থা ভোটের আগে আবেগঘন বক্তব্য পেশ করেন কুমারস্বামী। তিনি বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'খুব একটা সহজ হবে না আগামী দিন।' স্পিকার তাঁজে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি ওই বিধায়কদের দলে ফিরিয়ে নেবেন কিনা। কিন্তু কুমারস্বামী বলেন, ওই বিধায়করা যে বিশ্বাসঘাতকা করেছেন, তার ক্ষমা হবে না। এরপরই হয় আস্থাভোট। সব বিধায়করা সেই ভোটে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন স্পিকার। পরে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় বহু প্রতিক্ষিত আস্থা ভোট ঊ তাতে প্রত্যাশা মতই পরাজিত হন জোটের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী ঊ আস্থা ভোটে ৯৯টি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস-জেডিএস, বিজেপি পেল ১০৫টি ভোট। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল কংগ্রেস-জেডিএস জোট।

বিজেপির স্মাকরলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মেটালিতে

মেটেলি, ২৩ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বিধাননগর পঞ্চায়েত প্রধানকে বিজেপির স্মাকরলিপি দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হল। মঙ্গলবার বিজেপি কর্মীরা মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের রাস্তায় আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কর্মীরা বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশের ব্যারিকেডকে উপেক্ষা করে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের গেটের সামনে চলে যান। সেখানে এসডিপিও দেবাশীষ চক্রবর্তী ও মেটেলি থানার ওসি প্রবীর

ছয়ের পাতায়

বিদ্যুৎ দফতরের তিনটি সংস্থার ডিএ বৃদ্ধি

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি.স.) : রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের অধীন তিনটি সংস্থা (বণ্টন, উৎপাদন ও সংবহন) -র অধীন ১৯,৬০০ কর্মীর ১০ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা মঙ্গলবার বৃদ্ধি হল। এই ভাতাবৃদ্ধির নেপথ্যে অবশ্য অনেকেই সব্যসাচী দত্তর 'ছায়া' দেখতে পারছেন। সম্প্রতি সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধাননগরের তৎকালীন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে ওই বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। তৃণমূল সমর্থিত সেই সংগঠনের সভাপতি সব্যসাচীবাবু। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে সব্যসাচী ওই দিন বিদ্যুৎ দফতর কর্তৃপক্ষকে এক মাসের সময়সীমা দেন। তার মধ্যে কর্মচারীদের আর্থিক দাবিদাওয়া পূরণ না হলে ১৫ অগস্টের পরে দফতর 'স্বাধীন' করা হবে বলে তিনি কার্যত হুঁশিয়ারি দেন। সব্যসাচী বলেন, "আইনজ্ঞ থেকে চিকিৎসকেরা সাত দিন থেকে দেড় মাস ধরে আন্দোলন করেছেন। বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা একত্রিত হলে সাত মিনিটেই তাঁরা সব বুঝিয়ে দেবেন।" বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিকদের তুমুল সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আগের চেয়ারম্যান গাজর ঝুলিয়ে চলে গিয়েছেন। নতুন চেয়ারম্যানকে সময় দিচ্ছি। কর্ণপাত করলে ভাল। না হলে কী ভাবে কানের খোল পরিষ্কার করতে হয় জানা আছে।"

ছয়ের পাতায়

দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফি বিধি মেনে চলার উপর মঙ্গলবার এক কর্মশালা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

কয়েকটি সহজ ঘরোয়া উপায় তাড়ান ছারপোকা !

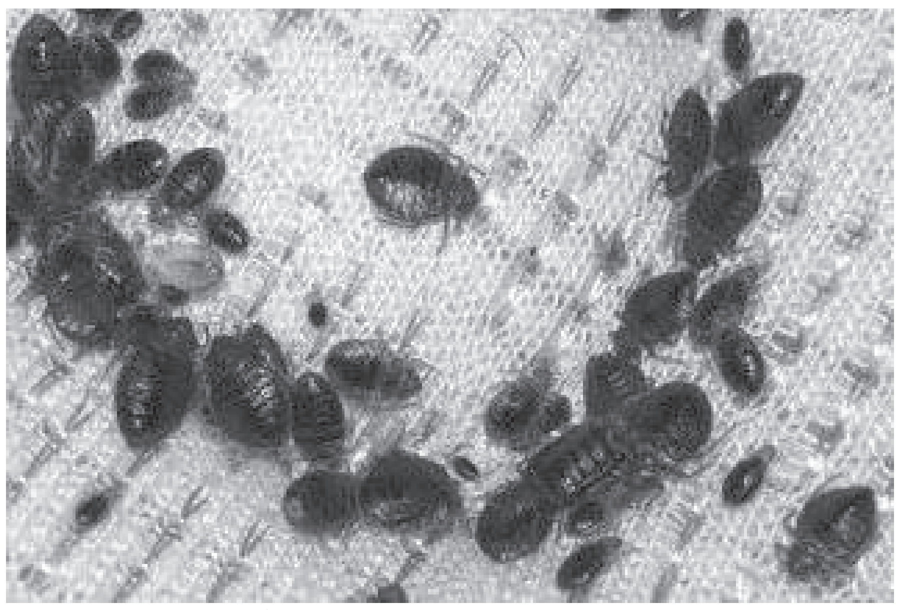

বিনোদন ডেস্ক : ছারপোকা খুবই যন্ত্রণাদায় একটি পোকা। এই পোকা একবার যার ঘরে ঢুকেছে তার ঘুম হারাম। রক্তচোষা এই পতঙ্গটি একবার ঘরে ঢুকলে অশান্তির শেষ থাকে না। কারণ ছারপোকা রক্ত খেয়ে আপনার রাতের ঘুমকে হারাম করে।ছারপোকা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট অন্যান্য পোষকের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। পোকাটি বিছানা, মশারি, বালিশের এক প্রান্তে বাসা বাঁধলেও ট্রেন কিংবা বাসের আসনেও এদের দেখা মেলে। বিছানার পোকা হলেও এর অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল হচ্ছে - ম্যাট্রেস, সোফা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র। পুরোপুরি নিশাচর না হলেও ছারপোকা সাধারণত রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং মানুষের অগোচরে রক্ত চুষে নেয়। মশার মতো ছোট্ট কামড় বসিয়ে এরা স্থান ত্যাগ করে। তাই বলে যে দিনের বেলায় কামড়াবে না এমন না।তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক জ্বালাতনকারী-অস্বস্তিকর এই পোকাটিকে কীভাবে সহজেই ঘর থেকে তাড়ানো যায়।ন্যাপথলিনঘরের ছারপোকা তাড়াতে ন্যাপথলিন খুবই কার্যকারী। পোকাটি তাড়াতে অন্তত মাসে দু”বার ন্যাপথলিন গুঁড়ো করে বিছানাসহ উপদ্রবপ্রবণ স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে রাখুন। দেখবেন ঘরে ছারপোকা হবে না।কেরোসিনের প্রলেপছারপোকা তাড়াতে মাঝে মাঝে আসবাবপত্রে কেরোসিনের প্রলেপ দিন। এতে ছারপোকা সহজেই পালাবে।ঘর পরিষ্কার করুনসপ্তাহে একবার হলেও সারা ঘর ভালো করে পরিষ্কার করুন। ছারপোকা মোটামুটি ১১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে মারা যায়। ঘরে ছারপোকার আধিক্য বেশি হলে বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কাঁথা ও ঘরের ছারপোকা আক্রান্ত জায়গাগুলোর কাপড় বেশি তাপে সিদ্ধ করে ধুয়ে ফেলুন। ছারপোকা এতে মারা যাবে।স্প্রে করুনঘরের যে স্থানে ছারপোকার বাস সেখানে ল্যাভেন্ডার অয়েল স্প্রে করুন। দুই থেকে তিন দিন এভাবে স্প্রে করার ফলে ছারপোকা আপনার ঘর ছেড়ে পালাবে।আসবাবপত্র ও লেপ-তোশকআসবাবপত্র ও লেপ-তোশক পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রোদে দিন। এতে করে ছারপোকার আক্রমণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ই ছারপোকা থাকলে সেগুলো মারা যাবে।অ্যালকোহলআপনার ঘরের ছারপোকা তাড়াতে অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পারেন। ছারপোকাপ্রবণ জায়গায় সামান্য অ্যালকোহল স্প্রে করে দিন দেখেবেন ছারপোকা মরে যাবে।বিছানা দেয়াল থেকে দূরেছারপোকার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার বিছানা দেয়াল থেকে দূরে স্থাপন করুন। শোয়ার আগে ও পরে বিছানা ভালো করে ঝেড়ে ফেলুন সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।

দেড়কোটি টাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জায়রা ?

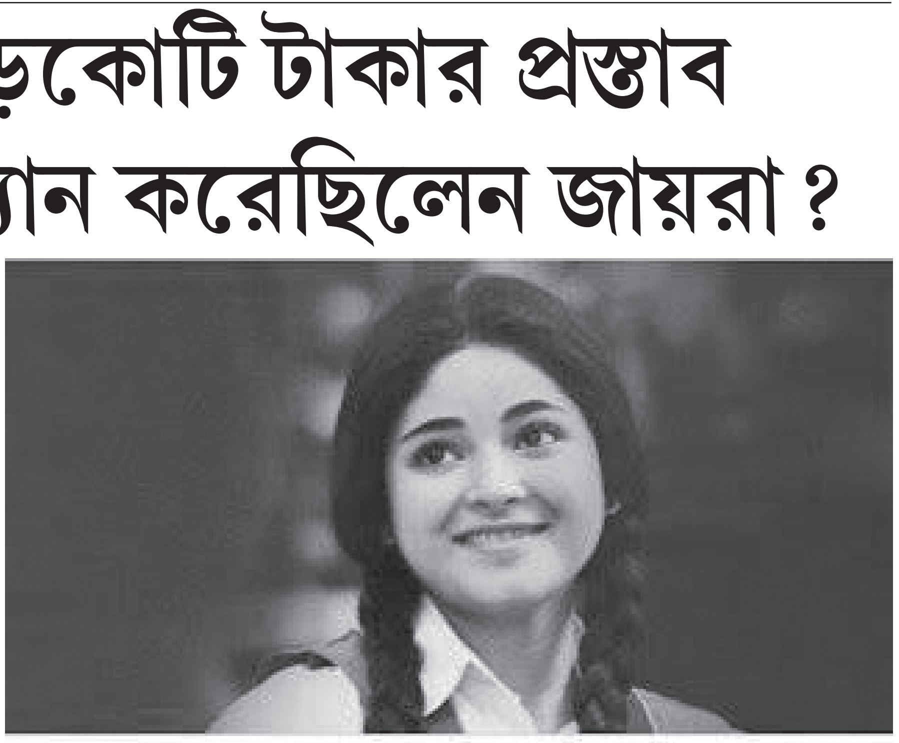

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয় জগত ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে বলিউডপাড়ায় ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন কাশ্মীরি কিশোরী জায়রা ওয়াসিম। অভিনয় ছাড়ার কারণ হিসেবে ভারতের জাতীয় পুরস্কারজয়ী তরুণ এ অভিনেত্রী ”ঈমান” বা ধর্মবিশ্বাসের কথা জানিয়েছিলেন।এ নিয়ে জায়রা ওয়াসিমের পক্ষে-বিপক্ষে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। এরই মধ্যেই জনপ্রিয় শো বিগ বসে অংশগ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন জায়রা ওয়াসিম।ওই শোতে অংশ নিতে জায়রাকে দেড়কোটি টাকার অফার দেয়া হয়েছিল। সেটিও প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ এইটিন উর্দূর খবরে বলা হয়, কয়েকদিন পরেই সালমান খানের উপস্থাপনায় জনপ্রিয় শো বিগ বসের সিজন ১৩ শুরু হচ্ছে। বিগ বসের নতুন সিজনে অংশ নিতে জায়রা ওয়াসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। এর জন্য তাকে দেড়কোটি টাকাও অফার করা হয়েছে। কিন্তু অভিনয় ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে ব্যাপক আলোচিত এ কাশ্মীরি তরুণী তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।বলিউডসহ সবধরণের বিনোদন জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রত্যয়ে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছেন দঙ্গলকন্যা।”

বিগ বস-৪” থেকে এই শো সঞ্চালনা করে আসছেন সালমান খান। এ পর্যন্ত মোট ৯টি সিজনে উপস্থাপনা করেছেন তিনি। সালমান খানের সঞ্চালনায় এই শোটি দর্শকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়।গত ৩০ জুন অভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেন ”দঙ্গলকন্যা” খ্যাত জায়রা ওয়াসিম।অভিনয় ছাড়ার কারণ হিসেবে ভারতের জাতীয় পুরস্কারজয়ী এ অভিনেত্রী জানান, সিনেমা কিংবা তারকা-জীবন ধর্মবিশ্বাস বা ”ঈমান” থেকে তাকে ক্রমশ দূরে ঠেলে দিচ্ছিল।২০১৬ সালে আমির খানের সঙ্গে ”দঙ্গল” ছবিতে অভিনয় করেন জায়রা ওয়াসিম। এটাই ছিল তার ডেব্যু ফিল্ম। এত কম বয়সে তার অভিনয় দক্ষতা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়।ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড, ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড-ন্যাশনাল চাইল্ড অ্যাওয়ার্ড ফর একসেপশনাল অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছেন জায়রা।

আরমান, সুনিধি লায়ন কিং এর হিন্দি ভার্সান গানে

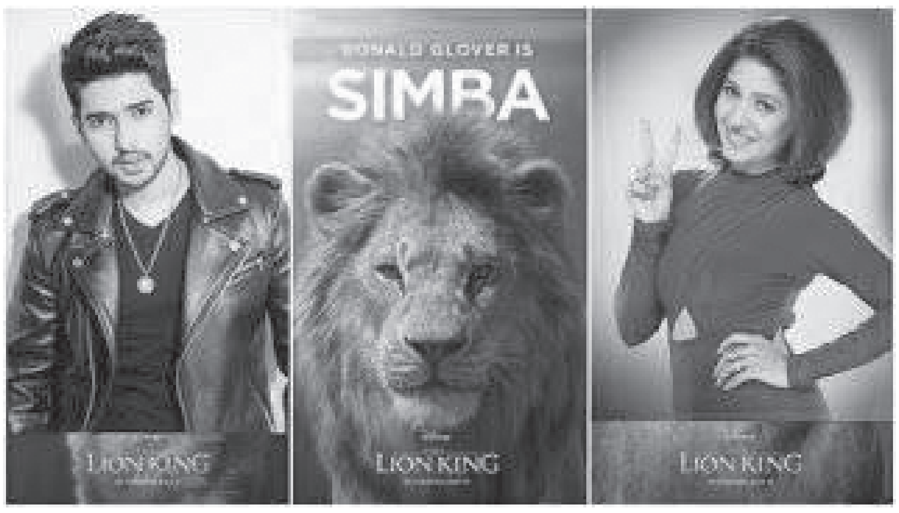

এইবার সুনিধি চৌহান আর আরমান মালিক। লাইভ মিউজিকাল টাচ দিতে চলেছেন, অ্যানিমেটেড ছবি ”দ্য লায়ন কিং”-এর হিন্দি ভার্সানে। ১৯ জুলাই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। ইংরেজি-হিন্দি-তামিল-তেলুগু মোট চারটি ভাষায়। আর সেই হিন্দি ভার্সানেই ডিজনি-র অস্কার জয়ী এই অ্যানিমেটেড ছবি নিয়ে চলছে জোর প্রস্তুতি। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল ছবিতে প্রায় পনেরো বছর বাদে একসঙ্গে কাজ করছেন পিতা-পুত্র শাহরুখ খান এবং আরিয়ান। গল্পের সিংহরাজ ”মুফাসা” এবং তার পুত্র ”সিম্বা”-র চরিত্রে হিন্দি ভাষায় কণ্ঠ দিচ্ছেন ”কিং খান” শাহরুখ আর তাঁর পুত্র আরিয়ন। বলিউডে সেই শোরগোলের শব্দ থামতে না থামতেই আবার জানা গেছিল এক নয়, বলিউডের চার-চারজন অভিনেতা ঢুকে পড়েছেন এই ছবিতে। গল্পে ”মুফাসা”, তার শাবক ”সিম্বা”-র চরিত্রে যেখানে কণ্ঠ দিচ্ছেন শাহরুখ-আরিয়ন, সেখানে ”মুফাসা”-র ভাই গল্পের ভিলেন ”স্কার”-এর চরিত্রে গলা দিচ্ছেন বলিউডের কুখ্যাত ভিলেন আশিস বিদ্যার্থী। মজাদার ”টিমন”-এর চরিত্রে ভয়েস দিচ্ছেন শ্রেয়স তালপাড়ে। ”পুম্বা” এবং ”জাজু”-র চরিত্রে যথাক্রমে কন্ঠদান করছেন সঞ্জয় মিশ্র এবং বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান আসরানি। গর্বিত এক সিংহ-পিতার আবেগঘন এই অ্যানিমেটেড ছবিতে বলিউডের এক ঝাঁক অভিনেতার প্রবেশ নিয়ে হইচই যখন একটু স্তিমিত হতে চলেছে, সেই মুর্হূতেই ফের জবর খবরে এবার অভিনেতা নন, গায়ক-গায়িকা। শোনা যাচ্ছে আজ থেকে ২৫ বছর আগে স্যর এলটন জন এবং অনন্য মিউজিশিয়ানরা যেখানে এই ছবিতে সুর তুলেছিলেন অবিস্মরণীয় ”হাকুনা মাতাতা”, ”ক্যান ইউ ফিল দ্য লাভ টুনাইট” গানে, সেই গানই আজ এই ছবিতে গাইতে চলেছেন আরমান, সুনিধি। আরমান গাইবেন ”হাকুনা মাতাতা” আর আরমান-সুনিধি ডুয়েটে গাইবেন ”ক্যান ইউ ফিল দ্য লাভ টুনাইট”। ডিজনির এই ছবিতে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে সুনিধি জানিয়েছেন, ”যখন আসল ছবিটা দেখতাম উফ, তখন আবেগে ভেসে যেতাম। কখনও হাসতাম, কখনও কাঁদতাম। ফলে আজ এই ছবিতে কাজ করতে পেরে শুধু রোমাঞ্চিত লাগছে না, এটা আমার অত্যন্ত হৃদয়ের কাছের এক ছবি।” আরমান মালিকের কথায়, ”এই সুযোগ পেয়ে কাজ করতে গিয়ে এক মুহূর্তও ভাবিনি। কারণ আজও মনে রয়েছে আমি কখনও বাবার কাছ থেকে উপহার কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করতাম না। কিন্তু ডিজনি ফিল্মের সমস্ত ডিভিডি কিনে দেওয়ার জন্য একবার খুব বায়না করেছিলাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিনে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে কোনও দিনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।”

সুরের আকাশে শুকতারা

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের থেকে ঘটনাটা কি শুনেছিলেন উত্তমকুমার? বা ‘দেয়া নেয়া’র পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়? নাকি মিলটা ছিল নিছকই কাকতালীয়?‘দেয়া নেয়া’ ছবিতে লোহার ব্যবসায়ী বাবা কমল মিত্রের পছন্দ নয় ছেলে উত্তমকুমার গান করে বা গানকেই জীবিকা হিসেবে নেয়। রূপালি পর্দার বাইরে একই ঘটনা ঘটেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনে। হেমন্তর বাবা কালিদাস মুখোপাধ্যায় ভাবতেন ছেলে গানবাজনা করলে ‘বখে’ যাবে। ১৪ বছর বয়েসে রেডিওতে প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ পান হেমন্ত। বাবা তো শুনে রেগে কাঁই! পড়াশোনা ফেলে এসব কী! শেষমেশ মা কিরণবালা দেবী ‘ম্যানেজ’ করলেন। বাবার জন্য বাড়িতে পরিস্থিতি এতটাই সিরিয়াস ছিল যে, মাকে ছেলের রেডিওতে গাওয়া প্রথম গানটা শুনতে হয়েছিল অন্যের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে।রেডিওর একথা শুনে অনেক পাঠকের মনে জেগে উঠতে পারে ‘শাপমোচন’---এ পিতৃপ্রতিম দাদাকে লুকিয়ে উত্তমের গান গাওয়ার কাহিনীও। মজার কথা, এই ‘শাপমোচন’ দিয়েই কিন্তু উত্তম—হেমন্ত জুটির জনপ্রিয়তার শুরু। সঙ্গীত গবেষক সুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী উত্তমকুমারের লিপে হেমন্ত প্রথম গান গেয়েছিলেন ‘সহযাত্রী’ ছবিতে। ১৯৫১ সালে। কিন্তু ওই ছবি যখন হয়, তখন তো উত্তম মহানায়ক উত্তম হননি। ফলে, এ তথ্য কেউ মনেও রাখেনি। ছবিটিও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এ তথ্য মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।কিন্তু এটা নিশ্চিতই, উত্তম---হেমন্ত দৈব’ জুটির জনপ্রিয় সূচনা ও প্রতিষ্ঠা একই ছবিতে। সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘শাপমোচন’---এ। ১৯৫৫—য়। ‘বসে আছি পথ চেয়ে’, ‘শোনো বন্ধু শোনো’, ‘সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতরা’, ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস’ হেমন্ত কণ্ঠে চারটি গান। চারটিই সুপারহিট। সবচেয়ে বড় কথা, এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও ছিল স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের।‘দেয়া নেয়া’র শেষ দৃশ্যে সজল চোখে ছেলের ‘গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে’ শুনেছিলেন কমল মিত্র। আর হেমন্তর বাবাও মেনে নিয়েছিলেন ছেলের গান গাওয়া। যখন যুবক হেমন্তর কেরিয়ার থমকে, সে সময় কালিদাসবাবুই রেডিও স্টেশনে আবার খোঁজ করে বের করেছিলেন এক পরিচিতকে। ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন সেখানে।‘শাপমোচন’ ঘটেছিল হেমন্তর কেরিয়ারের। উত্তম---হেমন্ত দুই বন্ধুর পর্দার জীবন পর্দার বাইরের জীবন সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।বোম্বে, বর্ষায়‘শাপমোচন’—এর সুর করার কথা হেমন্তর ছিল না। ছিল শচীন দেববর্মণের। শচীনকর্তাকে সে কাজে রাজি করাতে পরিচালক সুধীরবাবু বোম্বে যান। ডিস্ট্রিবিউটরদের চাপেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে শচীনবাবু রাজি হলেন না। হেমন্ত তখন বোম্বেতেই। সুধীরবাবু সঙ্গীত পরিচালক খুঁজছেন শুনে দেখা করতে এলেন ‘সি গ্রিন’ হোটেলে। প্রবল জলঝড় তখন বাইরে। সেদিনই পাকা কথা দেননি সুধীরবাবু। দিলেন পরদিন। বাকিটা তো ইতিহাস। প্রযোজনা ব্যয়ের পাঁচগুণ টাকা তুলেছিল এ ছবি বক্স অফিসে। এ ছবির গান রেকর্ডিং কিন্তু বোম্বেতে বসে করেননি হেমন্ত। কলকাতায় আসতেন তখন টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এ কাজ করতে।১৯৫৬ সালে এ ছবির জন্য তৎকালীন ‘সিনে অ্যাডভান্স’ পুরস্কারটি পান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আর ওই অনুষ্ঠানেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পুরস্কার নেন আরেক দীর্ঘকায় বাঙালি। সত্যজিৎ রায়। ‘পথের পাঁচালী’র জন্য। তবে উত্তম—হেমন্ত জুটির আরও বড় সাফল্য এল ১৯৫৭—তে।সে এক বছর!১৯৫৭—য় ‘পৃথিবী আমারে চায়’—এর নীলামবালা ছ’ আনা’ জনপ্রিয়তার রেকর্ড ভেঙে দিল। হেমন্ত—জায়া বেলা মুখোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন, ‘সে সময় বাচ্চা—বুড়ো সকলে আমার কর্তার এ গানটা গেয়ে বেড়াত।’ ওই বছরই ‘চন্দ্রনাথ’—এ হেমন্তর গান ছিল। ‘ওই রাজার দুলালী সীতা’ প্রযোজনা ব্যয়ের ৭০০ শতাংশ টাকা লাভ করে এ ছবির উত্তম—সুচিত্রা জুটির সবচেয়ে বড় হিট হয়। ‘শাপমোচন’—এর পরে আবার এক বার বিমলচন্দ্র ঘোষের কথায় সুর বসয়ে ম্যাজিক দেখালেন হেমন্ত ‘তাসের ঘর’ ছবিতে। ‘শূন্য ডানা মেলে’ গানে ব্যারিটোনে ঢলে পড়ল যেন স্বর্গীয় বিষাদ!তবে এই বছরে সব ছাপিয়ে গেল হেমন্ত সুরারোপিত ‘হারানো সুর’। দুটি মাত্র গান। ‘তুমি যে আমার’ আর ‘আজ দুজনার দুটি পথ ওগো’। দুটিই ইতিহাসের গ্যালারিতে চলে গেল। দ্বিতীয় গানটি হেমন্ত গাইলেও উত্তমের লিপে নয়। রেডিওতে বাজছে। দর্শকরা হতাশ। উষ্মা তাদের মনে। তখন সামনে এল এক তথ্য। একটি দৃশ্যে পর্দায় উত্তম সুচিত্রাকে ডাকছে ‘রমা রমা’ বলে। ডাবিংয়ে উত্তম ছিলেন না। ডাকটা ডেকেছেন হেমন্ত। আবার এই বছরই হেমন্ত একটা অদ্ভূত কাণ্ডও করেছিলেন। ‘জীবনতৃষ্ণা’ ছবিতে নিজের জন্য তুলে রাখা গান ‘সাগর সঙ্গমে’ গাইতে দিয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকাকে দিয়ে। বলে দিয়েছিলেন কীভাবে ‘লং শর্টে’ উত্তমকে রাখতে হবে।জুটি ভেঙে যায়তবু এ সখ্যও ভেঙেছিল। নানা কারণে। যে সুধীরবাবুর ছবি দিয়ে দুজনের জুটির শুরু, সেই সুধীরবাবুর ছবি ‘দুই ভাই’—তেই যেন একটা দাঁড়ি পড়ল ছ’বছর পরে। ‘তারে বলে দিও’ হেমন্তের সুরে ও কণ্ঠের যুগলবন্দীতে উত্তমের লিপ---এ জনপ্রিয় হল। তারপর ভুল বোঝাবুঝি। দূরত্ব। একসময় আবার কাছাকাছি এলেন দুজনে। কিন্তু এরপর দেখা গেল, উত্তমের ছবিতে হেমন্তর সুর হলে হেমন্ত প্রধানত গাইছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেই সব সোনালি বালুকাবেলার গান নয়!

জীবন খাতার প্রতি পাতায়

সৌগত চক্রবর্তী: শ্যামল মিত্র বলছিলেন তাঁর জীবনের গল্প। আর গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার একটা দিস্তা খাতায় সেই জীবনের গল্প লিখে চলেছিলেন। কী সেই জীবন? আসলে শ্যামল মিত্রর বাবা ছিলেন রাশভারী ডাক্তার। চাইতেন ছেলেও ডাক্তার হোন। কিন্তু শ্যামল মিত্রর চোখে তখন গায়ক হওয়ার স্বপ্ন। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন সলিল চৌধুরি, মৃণাল কান্তি ঘোষ প্রমুখ। ফলে একদিন দারুণ রেগে গিয়ে শ্যামল মিত্রর বাবা বললেন, গান গাইতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।

শ্যামল মিত্র নৈহাটির বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। একটা মেসে থাকতেন, বঙ্গবাসী কলেজে পড়তেন আর সুধীরলাল চক্রবর্তীর কাছে গান শিখতেন।পরে তাঁর জীবনেরই এই অংশটা ভরে দেওয়া হয়েছিল ‘দেয়া নেয়া’ ছবিতে।

সেই সময়ে মনে করা হত উত্তমকুমারের লিপে গান না গাইলে একটা জায়গায় পৌঁছনো যেত না। কিন্তু উত্তমকুমারের লিপে তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জয়জয়কার। লোকে বলত উত্তমকুমার আর হেমন্তর গলাটা যেন একই। ফলে বেসিক গানে হেমন্ত ও শ্যামল দুজনেই বহু হিট গান দিলেও সিনেমার গানে সেই জায়গাটা পাচ্ছিলেন না শ্যামল মিত্র। হেমন্তর অনুপস্থিতিতে গেয়েছিলেন ‘সাগরিকা’ ছবিতে।কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তমকুমার আর হেমন্ত জুটিতে ফাটল ধরল। সেটা ‘বিশ সাল বাদ’ সিনেমা নিয়ে।

এই ছবি প্রযোজনা করছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ঠিক ছিল মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার। কিন্তু উত্তমকুমার ডেট দিতে পারছিলেন না বলে তাঁর জায়গায় চলে আসেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এখানেই একটা ফাটল তৈরি হল উত্তমকুমার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে। এইভাবেই উত্তমকুমারের লিপে চলে এল শ্যামল মিত্রর গান। এমনিতে উত্তমকুমার এবং শ্যামল মিত্র ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সিনেমায় দুই বন্ধুর যুগলবন্দীও কম আকর্ষণীয় নয়।

১৯৬২ থেকে প্রায় ১৯৭২ পর্যন্ত সিনেমায় উত্তমকুমারের লিপে বহু গান ছিল শ্যামল মিত্রর। এইভাবেই একদিকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যদিকে মান্না দে-র গানের মাঝখানে বাংলা সিনেমায় চলে এল শ্যামল মিত্রর গান আর উত্তমকুমারের লিপ।

বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে উত্তমকুমারের লিপে স্মরণীয় হয়ে থাকল শ্যামল মিত্রর গানও।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতায় ঐক্যহীন ড.কামাল হোসেনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।। একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে হাঁকডাক দিয়ে বিএনপিকে নিয়ে কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হলেও ভোটের পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এই জোট।এই জোটের নেতাদের পারস্পরিক আস্থাহীনতার বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রকাশ্য হয়েছে গত ১০ জুলাই আব্দুল কাদের সিদ্দিকীর জোট ছাড়ার মধ্য দিয়ে।

কৃষক, শ্রমিক, জনতা লীগের সভাপতির যুক্তি ছিল, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে যে জোট তারা গড়েছিলেন, নির্বাচনের পর গত সাত মাসে তার কোনো অস্তিত্ব এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।জাতীয় কোনো সমস্যাকে তারা তুলে ধরতে পারছে না। এরকম একটি জোট যে আছে, তা দেশের মানুষ জানেই না।এই অবস্থায় ঐক্যফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে দলগুলোর কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে; ঐক্যফ্রন্ট আদতে আছে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান তারা।

ঐক্যফ্রন্টভুক্ত জেএসডির সমর্থক পল্টনের একটি ফার্মেসির বিক্রয়কর্মী বশির আহমেদ বলেন, “সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান হত্যা, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি, বরগুনার রিফাত হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনায় আপনি দেখবেন ফ্রন্ট নিশ্চুপ, ফ্রন্টের শীর্ষ নেতার বিবৃতি নেই।এসব দেখে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আছে বলে মনে হচ্ছে না। এই জোটটি এখন তামাদি হয়ে গেছে।এখন আলাদা কর্মসূচি নিয়েই এগোতে দেখা যাচ্ছে ঐক্যফ্রন্টের দলগুলোকে।

গত সোমবার গণফোরামের এক সংবাদ সম্মেলনে জোটের শীর্ষনেতা কামাল হোসেনকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল, জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আছে কি না?জবাবে তিনি বলেন,ওইটা (জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট) তো একটা নির্বাচনকে সামনে রেখে করা হয়েছিল। মূল্য লক্ষ্য ছিল নির্বাচন, মূল লক্ষ্য রেখে সেই ফ্রন্ট হয়েছিল। সেই মূল লক্ষ্য তো আমাদের থাকবেই।তবে এখন বন্যা সারাদেশে। আমি মনে করি, এখন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নয়, জনগণের আসল ঐক্য প্রয়োজন। এখানে কয়েক দলের ঐক্য নয়, সকল দল ও জনগণের ঐক্যকে আমি বেশি গুরুত্ব দিতে চাই। ঐক্যফ্রন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, এখন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কোনো কর্মসূচি নেই। তবে ভবিষ্যতে ফ্রন্টের কী অবস্থান হবে এবং কী কর্মসূচি হবে, তা আলোচনা করে ঠিক করা হবে।ঐক্যফ্রন্টকে এগিয়ে নেওয়ার ভাবনা যে এই মুহূর্তে তাদের নেই, দুজনের কথায় স্পষ্ট। বিএনপি এখন দলীয় চেয়ারপারসনের মুক্তি দাবিতে বিভাগীয় সমাবেশ নিয়ে ব্যস্ত; গণফোরাম দিচ্ছে বন্যাকে গুরুত্ব।ঐক্যফ্রন্টভুক্ত দল জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে রয়েছেন এখন। আরেক দল নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাও বিদেশে, লন্ডন থেকে মঙ্গলবার তার দেশে ফেরার কথা।খবর নিয়ে জানা গেছে, গত দেড় মাসে ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কিংবা কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোনো বৈঠক হয়নি। ফ্রন্টের পক্ষে কোনো বিবৃতিও দেওয়া হয়নি।গত ১০ জুন সর্বশেষ ফ্রন্টের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম ‘জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি’ বৈঠক বসেছিল উত্তরায় রবের বাড়িতে। সেই বৈঠকে কামাল হোসেনের থাকার কথা থাকলেও অসুস্থতার কথা বলে তিনি যাননি।

গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের আগে ১৩ অক্টোবর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। তখন জোটে ছিল বিএনপি, জেএসডি, গণফোরাম, নাগরিক ঐক্য, জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া। পরে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগও এতে যোগ দিয়েছিল।ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর বিএনপি তাদের আগের জোট ২০ দলকে দৃশ্যত নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এই জোট গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সংলাপে যোগ নেওয়ার পর নির্বাচনেও অংশ নেয় বিএনপি; যদিও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কিংবা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি তাদের পূরণ হয়নি।নির্বাচনের পর ফল প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত এক সঙ্গেই ছিলেন জোটের নেতারা। কিন্তু আকস্মিকভাবে গণফোরামের সুলতান মো. মনসুর আহমেদ এমপি হিসেবে শপথ নিয়ে ফেললে দেখা দেয় পারস্পরিক অবিশ্বাস।

তখন বিএনপিও তার বিরোধিতা করলেও পরে তারাও অবস্থান বদলে সংসদে যোগ দেয়; তবে দুই দলের অবস্থান নিয়ে অন্যদের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। এনিয়ে বিএনপির আগের জোট থেকে বেরিয়েও যায় তাদের পুরনো সঙ্গী বিজেপি।ঐক্যফ্রন্ট গঠনের পর জোট পরিচালনার জন্য গঠন করা হয় জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, যার নেতৃত্বে ছিলেন কামাল হোসেন। গত ৮ মাসে স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক হয়েছে ২৬টি, এর মধ্যে কামাল ছিলেন ২১টিতে।নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশনের স্মারকলিপি প্রদান, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ধর্ষিত নারী ও সিলেটে ছাত্রদলের নেতাকে দেখতে যাওয়া, নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে গণশুনানী ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন ছাড়া ফ্রন্টের কোনো কর্মসূচি দেখা যায়নি।বিভাগীয় শহরগুলোতে গণশুনানি ও সমাবেশের ঘোষণা এলেও সেই কর্মসূচি আলোর মুখ দেখেনি। নুসরাত হত্যা নিয়ে ঢাকায় শাহবাগের সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করলেও তাও পরে স্থগিত করে। জোট বাঁধলেও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টভুক্ত দলগুলোর মধ্যম পর্যায়ের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস শুরু থেকেই দেখা যাচ্ছিল; এখন উচ্চ পর্যায়েও তা ছড়িয়েছে।বিএনপি শুরু থেকে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিটি সামনে আনতে চাইলেও তাতে সাড়া পাননি অন্য দলগুলোর কাছ থেকে; যা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব ফখরুলকেও দলে চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে।বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক সদস্য নাম প্রকাশ করার শর্তে বলেন, একদলীয় ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেলো, সেখানে ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড় কামাল সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো কথা বলতে চান না, তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন গণতন্ত্রের নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির কথা বলতে চান না।বিএনপি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রধান দল। ড় কামাল এই ফ্রন্টের নেতৃত্বে আছেন, অথচ বিএনপি নেত্রীসহ নেতা-কর্মীদের মুক্তি চাইবেন না! এটা কি হতে পারে?

বিএনপির একজন যুগ্ম মহাসচিব বলেন,বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সব চাপ পড়ে বিএনপির উপর। মামলা-মোকাদ্দমাও হয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। অথচ ঐক্যফ্রন্টের নেতারা সে বিষয়ে কোনো চাপ নিতে চান না। এমনটা হলে ফ্রন্টের প্রয়োজন নেই।বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের কর্মী আলতাফ হোসেন বলেন,ড় কামাল সাহেব সারাক্ষণ সভা-সমাবেশে ‘বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু’ বলেন। তিনি দেশনেত্রীর মুক্তির কথা বলতে চান না। এটা হলে কেন আমরা তাকে নেতা বলব।

স্বেচ্ছাসেবক দলের সূত্রাপুরের কর্মী বিকাশ দত্ত বলেন,জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে বিএনপির কোনো লাভ হয়নি। এই জোটের মাধ্যমে ড় কামাল লাভবান হয়েছেন বলে আমি মনে করি। এই ফ্রন্টে বিএনপির থাকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।চলতি মাসের প্রথম দিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এক বৈঠকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের বিষয়টি আলোচনায় উঠেছিল। সেখানে অধিকাংশ স্থায়ী কমিটির সদস্য মত দেন, এখন খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি নিয়ে মাঠে দলীয় কর্মসূচি দেওয়া উচিত। কারণ কামাল হোসেন এ বিষয়ে কথা বলতে চান না।সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্রন্ট নিয়ে বেশি সময় নষ্ট করে লাভ নেই। দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হওয়ার পরে তিনিই ঠিক করবেন ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ কী হবে, বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির ওই সদস্য।

খালেদা জিয়ার কারামুক্তির দাবিতে গত ১৮ জুলাই বরিশাল ও ২০ জুলাই চট্টগ্রামে সমাবেশ করেছে বিএনপি। আগামী বৃহস্পতিবার খুলনায় এবং ২৯ জুলাই রাজশাহীতে সমাবেশ করবে তারা।দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, আমরা অতীতে বিএনপি, ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। এখনও আমরা উভয় জোটেই আছি। আমরা দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সময়-সুযোগ ও পরিস্থিতি বুঝে ২০ দলীয় জোট ও ফ্রন্টের কর্মসূচি করব। এদিকে, গণফোরামের শীর্ষ পর্যায়ের এক নেতা নাম প্রকাশ করার শর্তে বলেন,বিএনপির কর্মকাণ্ডে ড় কামাল হোসেন খুশি নন।দলটির এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন,ড় কামাল হোসেন নিজেই চাননি জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সক্রিয় হোক। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থানের বিরুদ্ধে। তার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনের মাধ্যমে গণফোরামকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই কাজটি হয়ে গেছে বলে এখন তিনি এই ফ্রন্টের বিষয়ে তত আগ্রহী নন। তিনি এখন দল নিয়ে এগোতে চান।গণফোরাম ১ আগস্ট থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করবে এবং জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক সফর ও কর্মিসভাও করবে।গণফোরামের যুগ্ম সম্পাদক আমিন আহমেদ আফসারী জানিয়েছেন, তারা কুড়িগ্রামে ত্রাণ তৎপরতাও চালাচ্ছেন।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না সংসদে যোগদান প্রশ্নে তখনই বিএনপিকে নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।গত ৩০ এপ্রিল তিনি এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব ফখরুলকে বলেছিলেন, যদি সমঝোতা হয় তা হলে সেই সমঝোতাটা খোলাখুলি বলেন, কী সমঝোতা হয়েছে?

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।। রাষ্ট্রপতি মো. আব্দুল হামিদ সরকারের চলমান উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য মঙ্গলবার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সেবা করা। আপনাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আব্দুল হামিদ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস উপলক্ষে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন।রাষ্ট্রপতি সরকারি কর্মকর্তা ও জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং জনগণের মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান।আব্দুল হামিদ সরকারি কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনাদেরকে তদবির ছাড়াই সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়া যায়, সেজন্য সেবা প্রত্যাশীদের এমন আস্থা অর্জন করতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের এমন ভাবে কাজ করতে হবে, যেন জনগণ আপনাদেরকে তাদের বন্ধু ভাবে। আব্দুল হামিদ কোন সুযোগসন্ধানী যেন বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।তিনি আরো বলেন, ‘এ ব্যাপারে আপনাদের ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।’হামিদ বলেন, ‘জনগণের জন্যই প্রশাসন, প্রশাসনের জন্য জনগণ নয়।’রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সরকারি কর্মকর্তাদেরকে তাদের মেধা ব্যবহার করে নিজ দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতে হবে।রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তিনি আরো বলেন, ‘প্রকল্প নির্বাচনের সময় জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি’র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি এইচএন আশিকুর রহমান এমপি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহম্মদ শফিউল আলম ও মন্ত্রণালয়ের জন প্রশাসন সচিব ফয়েজ আহম্মদ। মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ, জ্যেষ্ঠ সচিবগণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনকারীদের উৎসাহ দিতে সরকার ২০১৬ সালে জনপ্রশাসন পদক চালু করে।এ বছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মোট ৪৫ সরকারি কর্মকর্তা ও দু’টি সংগঠন জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ লাভ করেন।২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এই দু’টি উৎসবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেন। রাষ্ট্রপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতার স্বপ্নের রূপকল্প-২০২১ ও -২০৪১ বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভা বিকাশে উৎসাহিত করতেই সরকার এই জনপ্রশাসন পদক চালু করেছে।পদক বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এই স্বীকৃতি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি আশা করছি এটা আপনাদের কাজের গতি ও সৃজনশীলতাকে আরো বাড়িয়ে দিবে।’রাষ্ট্রপতি হামিদ সরকারি কর্মকর্তাদের ‘মাস শেষে বেতনের জন্য চাকরি করার’ মানসিকতা পরিত্যাগ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করতে বলেন।তিনি আরো বলেন, ‘এভাবে জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা পাবে এবং দেশ উন্নতি ও সম্পৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।’

বাংলাদেশে গণপিটুনির কারণ খতিয়ে দেখা হবে : আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।।আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সম্প্রতি সংঘটিত ঘনঘন অগ্নিকান্ড, ধর্ষণ ও গণপিটুনির ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে।

তিনি মঙ্গলবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতিসংঘ নির্যাতন বিরোধী কনভেনশন (ইউএনসিএটি) বিষয়ে সিভিল সোসাইটির সাথে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।তিনি আরো বলেন, ‘যে কোন ঘটনার একটা স্বাভাবিকতা আছে, আর একটা অস্বাভাবিকতা আছে। আপনারা যদি আগুন লাগার ঘটনা দেখে থাকেন। তাহলে দেখবেন, এটা কন্টিনিউয়াস ঘটতে থাকলো। তারপরে ধর্ষণের ঘটনা কন্টিনিউয়াস ঘটতে থাকলো। এখন গণপিটুনির ঘটনা ঘটছে। এটা একটা দু’টা দুর্ঘটনা হলে ঠিক আছে। পরিসংখ্যান কি বলে ১১ থেকে ১২টা ঘটনা ঘটেছে। এখানে এটা অস্বাভাবিক।’

এর আগে আলোচনা সভায় আইনমন্ত্রী বলেন, দেশে বিচারবর্হিভূত হত্যা কমেছে। একটাও যাতে বিচার বহির্ভূত হত্যা না হয়, সরকার সে দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। নির্যাতন বন্ধে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন কমেছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম জাতিসংঘে নির্যাতন বিরোধী প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের যেখানেই অপরাধ হচ্ছে সেখানেই তা রুখে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্ষণ বা অন্যান্য নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিচ্ছে। মাদক নির্মূলের জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। এসিড সন্ত্রাস দমনে যেমন দেশের মানুষ সবাই একত্রিত হয়েছিল- তেমনি এসব অপরাধ দমনে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।তিনি বলেন, বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার বৈষম্য বিরোধ আইন প্রণয়ন করছে। এ আইনের খসড়া ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। আগামী মাসে এটি মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো হবে এবং সেখানে অনুমোদিত হলে সংসদের আগামী অধিবেশনে এটি পাশের জন্য পাঠানো হবে।

আনিসুল হক বলেন, বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে জনগণকে শাসন করার জন্য পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলেছেন। আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও জনবান্ধব সরকার। জনগণের অকল্যাণ হয় এমন কোন কাজ তিনি করতে চান না। মন্ত্রী বলেন, এই দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে শেখ হাসিনাই নিয়েছেন। তার সরকার এই দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে।

গণপিটুনিসহ সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন, এ ধরনের সব ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দেশের প্রচলিত আইনে এসবের বিচার হবে। দেশে যথেষ্ট ভালো আইন রয়েছে।তিনি বলেন, ‘এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি আগুন লাগে তাহলে ৫টা থেকে ৭টা ঘটনা একসাথে হয়ে যায়। যদি ধর্ষণ হয় তাহলে ১০টা-১৫টা ঘটনা একসাথে হয়ে যায়। “এটি কি প্রোএকটিভনেস অব দ্য মিডিয়া”? তাতো না। ঘটনা হচ্ছে বলেই মিডিয়া কিন্তু রিপোর্ট করে। হঠাৎ গত ছয়মাসে কোনা ঘটনা নাই। একটা ঘটনা ঘটলো তারপরেই ছয়টা, দশটা ও পনেরটা ঘটে যায়- এটা অস্বাভাবিক। সেই ক্ষেত্রেই আমি বলছি যে, এখানে যারা গণতন্ত্র প্রতিহত ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করতে চায় সেটার কারণটাও আমরা খতিয়ে দেখবো এবং এটাও একটা কারণ।’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. শহিদুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ শহিদুল হকও বক্তৃতা করেন।

জি এম কাদেরকে জাপার চেয়ারম্যান মানছেন না রওশন এরশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর তার ভাই জি এম কাদেরকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হলেও তা মানতে রাজি নন দলের জ্যেষ্ঠ কো চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ।তিনি বলছেন, জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার আগে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি। ফলে জি এম কাদের এখনও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই আছেন।

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতার প্যাডে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের নিয়ম তুলে ধরে ওই দাবি করেছেন এরশাদপতী রওশন।এরশাদের ‘ইচ্ছায়’ পার্টির নেতৃত্ব পাওয়া জি এম কাদের বলেছেন, দলে কোনো সমস্যা থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করবেন তারা।এরশাদ জীবিত থাকাকালেই জাতীয় পার্টির পদ বণ্টন ও অন্যান্য সিদ্ধান্ত নিয়ে জি এম কাদেরের সঙ্গে রওশনের দ্বন্দ্ব ছিল প্রকাশ্য।অসুস্থ থাকা অবস্থায় এরশাদ গত এপ্রিলে তার ভাই জিএম কাদেরকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেন। এর পর থেকে রওশন ও তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে দলীয় কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছিল না।গত ১৪ জুলাই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ।তার চার দিনের মাথায় এক সংবাদ সম্মেলনে পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নাম ঘোষণা করা হয়। এরশাদের স্ত্রী রওশন ওই সংবাদ সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন না।দলের মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ সেদিন ওই ঘোষণা দিয়ে বলেন, মৃত্যুর আগে এরশাদই এ সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন।এরপর গত শনিবার এরশাদের বড় ছেলে রাহগির আল মাহি সাদ এরশাদকে সঙ্গে নিয়ে গুলশান-২ নম্বরে ভাবি রওশনের বাসায় যান জি এম কাদের।রওশন সেদিন পার্টির নতুন চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে আশির্বাদ করেন বলে দলের প্রেস সচিব সুনীল শুভ রায় সাংবাদিকদের জানান।কিন্তু দুই দিনের মাথায় রওশনের স্বাক্ষরে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় উল্টো কথা।সেখানে বলা হয়,সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মারফত জানতে পেরেছি, জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা আদৌ কোনো যথাযথ ফোরামে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দায়িত্বপালনকালে জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র ধারা ২০ (২) এর খ-এ দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। যথা- ‘মনোনীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রেসিডিয়ামের সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করবেন।’ চেয়ারম্যানের অবর্তমানে ধারা ২০ (২) এর ‘ক’-কে উপেক্ষা করা যাবে না।আশা করি বর্তমানে যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী চেয়ারম্যান না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পার্টির ‘অনেক সিনিয়র নেতা’ রওশনের ওই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।তাদের মধ্যে সাতজন প্রেসিডিয়াম সদস্য ও দুইজন এমপির নামও ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যুক্ত করা হয়েছে। এরা হলেন- প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাংসদ আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাংসদ ফখরুল ইমাম, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাংসদ সেলিম ওসমান, সাংসদ লিয়াকত হোসেন খোকা, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাংসদ নাসরিন জাহান রতা, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাংসদ মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী, সাংসদ রওশন আরা মান্নান, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আব্দুস সবুর আসুদ ও প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন।

এ বিষয়ে কথা বলতে মঙ্গলবার রওশন এরশাদকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রওশনপন্থী নেতা মীর আব্দুস সবুর আসুদ মঙ্গলবার

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশ ও মাল্টা ব্লু-ইকোনমি সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।। বাংলাদেশ ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ দেশ মাল্টা উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ করে সামুদ্রিক ও ব্লু-ইকোনমির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে জোরদারে ‘সহযোগিতার নতুন যুগ’-এ প্রবেশ করতে সম্মত হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সোমবার দুপুরে মাল্টার রাজধানী ভ্যালেটায় অনুষ্ঠিত প্রথম সরকারি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে উভয় দেশ এই চুক্তিতে পৌঁছেছে।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন এবং মাল্টার ফরেন এন্ড ট্রেড প্রমোশন মিনিস্টার কারমেলো আবেলা নিজ-নিজ পক্ষে নেতৃত্ব দেন।দুই মন্ত্রী, পারস্পরিক স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে মতবিনিময় করেন।

তারা, উভয় দেশের দ্রুত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় নিকট ভবিষ্যতের সুযোগগুলো তৈরীতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রতিনিধিদের মধ্যেও বিনিময় করতে সম্মত হন।বর্তমানে মাল্টা ইউরোপে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি ভোগ করছে এবং চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশে ৮ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।উভয় দেশ উচ্চস্তরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মাসিউটিক্যালস, ফিনটেক, ব্লক এবং চেইন প্রযুক্তির মতো নতুন ব্যবসার জন্য অভিজ্ঞতা এবং ধারণা বিনিময় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ আন্তর্জাতিক সংস্থায় অভিবাসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো অন্যান্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে নির্বাচনের সময় একে অপরের প্রার্থীকে সমর্থন করার বিষয়েও আলোচনা হয়।মাল্টার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, দীর্ঘদিন ধরে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং তিনি এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে অব্যাহত সহায়তা প্রদানেরও আশ্বাস দেন।দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার পর দু’দেশের মধ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক আলোচনা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির সহযোগিতার দু’টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।মাল্টায় দুই দিনের সরকারি সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পৃথকভাবে দেশটির প্রেসিডেন্ট ড় জর্জ ভেল্লা ও প্রধানমন্ত্রী জোসেফ মস্কাটের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

মাল্টার প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গাদের প্রতি বিশাল উদারতার জন্য বাংলাদেশকে অভিবাদন জানান।বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে তিনি শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের স্থিতিশীলতার কথা উল্লেখ করেন।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার ন্যাশনাল মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদলের সুসুসেইজার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

লন্ডনের একটি হাসপাতালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চোখে অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ২৩।। যুক্তরাজ্যে সরকারি সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাম চোখে সোমবার লন্ডনের একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহানুল করিম লন্ডন থেকে মঙ্গলবার জানান, সোমবার বিকেলে লন্ডনের একটি হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর বাম চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি বলেন, অস্ত্রোপচারের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্থ্য আছেন।প্রেস সচিব আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ডিজিটালি স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ জুলাই লন্ডনে পৌঁছার পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোনিক ফাইল স্বাক্ষর করেন।প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী লন্ডন থেকে দেশের বন্যা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষন করছেন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশী দূতদের সম্মেলনে এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে যোগ দিতে গত ১৯ জুলাই লন্ডনে যান। প্রধানমন্ত্রী আগামী ৫ আগস্ট দেশে ফিরবেন।

গড়ছে বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

দাবি পদ্ম শিবিরের। তাহলে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ইয়েদুরাপ্পা।

এদিন কুমারস্বামী সরকারের পক্ষে ভোট না দেওয়ায় কর্ণাটকের বিএসপি বিধায়ক এন মহেশকে বহিষ্কার করলেন দলের সুপ্রিমো মায়াবতী। রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিল কংগ্রেস।

বিজেপির জয়ের পরে গোটা রাজ্যজুড়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে খুশি ঢেউ ওঠে। এই জয় গণতন্ত্রের। কর্ণাটকে আস্থা ভোটে জিতে উঠে এমনই দাবি করেছেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বিএস ইয়েদুরাপ্পা। মঙ্গলবার কর্ণাটকের বিধানসভায় আস্থাভোট অনুষ্ঠিত হয়। আস্থাভোট জিতে উঠেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিএস ইয়েদুরাপ্পা বলেন, এই জয় গণতন্ত্রের। কুমারস্বামী সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল রাজ্যবাসী। কর্ণাটকের রাজ্যবাসী আশ্বস্ত করে ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, উন্নয়নের নতুন যুগ শুরু হবে। আগামীদিনে কৃষকদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কংগ্রেস-জেডিএসের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিজেপি নেতা জগদীশ শেট্টার বলেন, স্পিকার বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ইস্তফা পত্র গ্রহণ করেছে। এখন তারা বিজেপিতে যোগ দেবে কিনা সেটা তাদের বিষয়। এখন বিজেপি কাছে ১০৫ জন বিধায়ক রয়েছে। ফলে স্থায়ী সরকার গড়বে বিজেপি।

অন্যদিকে আস্থাভোটে হারার জন্য নিজেদের বিধায়কদের দায়ী করেছেন এইচ কে পাটিল। তিনি বলেন, আস্থা ভোট হেরে গিয়েছে কংগ্রেস-জেডিএস। নিজেদের বিধায়কদের বিশ্বাসঘাতকতায় এই পরাজয় ঘটেছে। বহু বিষয়ের প্রভাবে কংগ্রেস পড়েছিল। কর্ণাটকবাসী এই বিশ্বাসঘাতকতা মেনে নেবে না।

এদিকে, আজ আস্থা ভোটের আগেই দুই নির্দল বিধায়কের দখল ঘিরে ধুন্ধুমার বেঙ্গালুরুতে। তুমুল সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। পুলিশ গিয়ে দু'পক্ষের প্রায় ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বেঙ্গালুরুতে কোনও রকম জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ। আজ আস্থা ভোটে দুই নির্দল বিধায়ক বিজেপির পক্ষে সমর্থন দেবেন বলে খবর রটে যায়। শুরু হয় ওই দুই কাউন্সিলরের খোঁজ। কংগ্রেস নেতারা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারেন, বেঙ্গালুরুতেই বিধানসভার কাছাকাছি রেসকোর্স রোডের একটি বাড়িতে ওই দুই বিধায়কে রাখা হয়েছে। এর পরই কংগ্রেসের কয়েকশো কর্মী গিয়ে কার্যত ওই বাড়ি ঘিরে ফেলেন। অন্যদিকে আগে থেকেই সেখানে মোতায়েন ছিলেন বিজেপি কর্মীরা। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গেলে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের বাধা দেন তাঁরা। শুরু হয় অশান্তি। মারধর, ধাক্কাধাক্কিতে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রেফতার করা হয় দু'দলের শতাধিক কর্মী সমর্থককে।-

উল্লেখ্য, এ মাসের গোড়ার দিক থেকেই একের পর এক জেডিএস এবং কংগ্রেসের বিধায়করা ইস্তফা দিতে শুরু করেন। দু'দল মিলিয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ জন। এর সঙ্গে দুই নির্দল বিধায়কও ইস্তফা দেন। তাঁরাও কুমারস্বামী সরকারকে সমর্থন করেছিলেন। কর্নাটক বিধানসভায় মোট আস ২২৪। তার মধ্যে জোটের পক্ষে ছিল ১১৮ জন। ১৮ জনের ইস্তফা দেওয়ায় জোটের পক্ষে বিধায়ক সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০। এই পরিস্থিতি বিজেপি শিবিরের প্রধান তথা বিরোধী দলনেতা ইয়েদুরাপ্পার নেতৃত্বে বিজেপি যখন অনাস্থা আনার তোড়জোড় শুরু করেন, তখনই পাল্টা চালে নিজেই গত বৃহস্পতিবার আস্থা ভোটে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন কুমারস্বামী। বৃহস্পতিবার দিনভর নানা টানাপোড়েনের পর, শেষ পর্যন্ত কর্ণাটক বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। ফলে থমকে যায় আস্থাভোটের প্রক্রিয়া। ক্ষোভ জানিয়ে বিধানসভাতেই রাত কাটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা-সহ সমস্ত বিজেপি । এরপরই আসরে নামেন রাজ্যপাল বাজুভাই বালা। শুক্রবার দুপুর দেড়টার মধ্যে আস্থা ভোট করতে হবে, কুমারস্বামী ও বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি লিখে এমন নির্দেশই দেন রাজ্যপাল। দুপুরের ডেডলাইন পেরোলেও আস্থা ভোট হয় না। আরও একবার ডেডলাইন দেন রাজ্যপাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আস্থা ভোট ঘিরে জট কাটেনি। নির্দেশ না মেনে উল্টে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ নিয়ে সরব হন কুমারস্বামীরা। রাজ্যপালের চিঠিকে কটাক্ষ করে কুমারস্বামী তা 'প্রেমপত্র' বলে বর্ণনা করেন। সমস্যা সমাধানে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে বিধায়কদের খোলা চিঠি লিখেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী।

পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের ফেরার আর্জি জানিয়ে কুমারস্বামী বলেছেন, আপনারা বিধানসভায় এসে বলুন, কীভাবে বিজেপি ষড়যন্ত্র করে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে চাইছে। একইসঙ্গে বিধায়কদের লেখা চিঠিতে কুমারস্বামী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি চেয়ার আঁকড়ে থাকতে চান না। এই অবস্থায় আগামীকাল বুধবার আস্থা ভোট করার আর্জি জানান কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী। সোমবার সকালে যা নাকচ করে দেন অধ্যক্ষ কে আর রমেশ কুমার। তিনি জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যে ছটার মধ্যে আস্থা ভোট শেষ। কিন্তু গতকাল ছ'টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সরকার পক্ষের বিধায়কদের ভাষণ দেওয়া শেষ হয়নি। আস্থাভোটের জন্য নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে বিজেপি বিধায়করা তুমুল হট্টগোল শুরু করেন। কিন্তু তারপরেও করা গেল না আস্থাভোট। এরপর সোমবারের মত বিধানসভা মুলতুবি ঘোষণা করে তিনি ঊ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে আস্থাভোট করতেই হবে বলেই কড়া নির্দেশ দেন । এই মত আজ হল আস্থা ভোট এবং প্রত্যাশা মত হার হল জোট সরকারেরঊ

প্রসঙ্গত, গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে কর্ণাটকের নাটক চলছে। শুরুটা হয়েছিল কংগ্রেসের দশ এবং জেডিএসের তিন জন বিধায়কের পদত্যাগকে ঘিরে। তখন থেকেই সরকার ভেঙে যাওয়ার জল্পনা শুরু হয়। বর্তমানে বিদ্রোহী বিধায়কের সংখ্যা ১৬। এর সঙ্গে দু'জন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা বিধায়কপদ থেকে পদত্যাগ করেননি, কিন্তু কুমারস্বামী মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

এ দিকে বিদ্রোহীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি কর্ণাটক বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেশ কুমার। ইচ্ছে করেই তিনি পদত্যাগপত্র গ্রহণ করছেন না, সেই অভিযোগ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহীরা। যদিও এই মামলায় অধ্যক্ষ রমেশ কুমারের পক্ষেই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের সাফ বক্তব্য, পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হবে কি না, সেটা একমাত্র অধ্যক্ষই ঠিক করবেন, আদালত তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না। যদিও পাশাপাশি বিদ্রোহীদের পক্ষেও রায় দিয়ে আদালত বলে আস্থাভোটে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁদের ওপরে কোনও চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। সেই মত আস্থাভোট পর্বে বিধানসভায় অনুপস্থিত ছিলেন তাঁরা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপিকে ওয়াশিং পাউডার নিরমা বলে কটাক্ষ দোলা সেনের

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি.স.) : বিজেপিকে ওয়াশিং পাউডার নিরমা বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য দোলা সেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের আইএনটিটিইউসি পে কমিশন, ডিএ সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। মঙ্গলবার সল্টলেকের ওই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এই মন্তব্য করেন আইএনটিটিইউসি সভাপতি দোলা সেন। তিনি ওই মঞ্চ থেকে তার ঝাঁঝালো বক্তব্যে বিজেপিকে কটাক্ষ করেন। বলেন, বিজেপি হল ওয়াশিং পাউডার নিরমা। কেউ কেউ সেখানে গিয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি, সারদা, নারদা ছিল। যখন তারা তৃণমূলে ছিলেন। কিন্তু যখন বিজেপিতে চলে গিয়েছেন তখন আর তাদের সিবিআই — ইডি ডাকে না। সারদা নারদা ধুয়ে মুছে ছাপ। তাই বিজেপিতে চলে গেলে নাম দিতেই পারি বিজেপি ওয়াশিং পাউডার নিরমা।

রওশন এরশাদ

পাচের পাতার পর

সকালে বলেন,হ্যাঁ, ওই হাতে লেখা চিঠি রওশন এরশাদ ম্যাডামেরই। আমরা অনেকে এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছি।

এ বিষয়ে প্রশ্নে করলে জি এম কাদের সকালে বলেন,চিঠিটা দেখেছি। এখনই এ বিষয়ে কথা বলতে পারব না।এরপর মঙ্গলবার দুপুরে বনানীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে জি এম কাদের গেলে সাংবাদিকরা তা নিয়ে প্রশ্ন করেন তাকে।তিনি তখন বলেন,এই হাতে লেখা বিবৃতিটি কাঁচা, এটা বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।কাদের একইসঙ্গে বলেন,হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাদের পরিবারে পিতৃতুল্য ছিলেন, সেইভাবেই বেগম রওশন এরশাদ আমাদের মায়ের মতো। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নির্দেশনায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছি। এখনও পল্লীবন্ধুর নির্দেশনাতেই চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছি।গঠনতন্ত্রের ব্যত্যয় ঘটনার বিষয়ে জি এম কাদের বলেন,জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ গঠনতন্ত্র অনুসরণ করেই চেয়ারম্যান ঘোষণা করেছেন। তারা যে নামেই সম্বোধন করবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জাতীয় পার্টিতে কাজ করাটাই আসল কথা।কোনো সমস্যা থাকলে আমরা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান করব,বলেন তিনি।

জাতীয় পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরের দ্বন্দ্ব বহু পুরনো। ২০১৬ সালে এরশাদ তার ভাই জি এম কাদেরকে দলের কো চেয়ারম্যান করলে তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন স্ত্রী রওশন এরশাদ। তখন দলে সিনিয়র কো চেয়ারম্যান পদ তৈরি করে তাতে আসীন করেন রওশনকে।জাতীয় পার্টিতে রওশন এরশাদ ও জি এম কাদেরের দ্বন্দ্ব বহু পুরনো, গত এপ্রিলে এক মঞ্চে উঠে দলীয় ঐক্যের ঘোষণা দেন তারা।একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গুরুতর এরশাদের অসুস্থত আর নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে জাপার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান জি এম কাদের। তখন থেকেই দলে রওশনপন্থী নেতাদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি।কদিন আগে এক সংবাদ সম্মেলনে এই নেতাদের উদ্দেশ্য করে জি এম কাদের বলেন, জাতীয় পার্টি এখন যৌথ নেতৃত্বেই চলছে। দলের ৯৯ ভাগ প্রেসিডিয়াম সদস্যের সমর্থন আমার সাথে রয়েছে।পরে সেদিন দুপুরেই রওশন এরশাদের বাড়ি গিয়ে দোয়া চেয়ে আসেন তার দেবর কাদের।সেদিনের ঘটনাকে বরফ গলার ইঙ্গিত বলে মনে হলেও রওশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এরশাদহীন জাতীয় পার্টির বিভক্তিকে আরও স্পষ্ট করে তুললো।

ডিএ বৃদ্ধি

তিনের পাতার পর

দলের নেতৃত্ব সব্যসাচীবাবুর এই ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। অনেক রাজনৈতিক ঘটনার পর তাঁকে সরে যেতে হয় মেয়রের পদ থেকে।

বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের এই ভাতা বৃদ্ধির জন্য অনুমতি দেওয়ায় অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। চলতি মাসের প্রথ, অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে এই ভাতা কর্মীরা পাবেন বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান।

উত্তেজনা মেটালিতে

তিনের পাতার পর

দত্তের নেতৃত্বে মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী তাদের ফের আটকায়। ফলে বিজেপি কর্মীরা গেটের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এরপর পুলিশের নির্দেশ মতো দলের কয়েকজন সদস্য পঞ্চায়েত কার্যালয়ের ভিতরে গিয়ে প্রধানকে স্মারকলিপি দেন। বিজেপির বিধাননগর অঞ্চল নেতা মিঠু দাম বলেন, '১০০ দিনেক কাজে দুর্নীতির অভিযোগ সহ ২১ দফা দাবিতে প্রধানকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।আগামী এক মাসের মধ্যে প্রধান কোনোও ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে'। প্রধান নিতেন রায় বলেন,'দাবি গুলোর বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

জারি সতর্কতা

দুইয়ের পাতার পর

আইএমডি আরও জানিয়েছে, দেহরাদূন, হরিদ্বার, পাউরি এবং নৈনিতাল ছাড়াও ২৪ ও ২৫ জুলাই উত্তরাখণ্ডের চম্পাবত, পিথোরাগড়, উধম সিং নগর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে প্রশাসনকে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্ক রয়েছে প্রশাসনও। গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণের জেরে এমনিতেই বিদ্ধস্ত উত্তরাখণ্ড। উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায় গঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হল উত্তরাখণ্ডে।

KARGIL VIJAY DIWAS(26July)
memory of

কার্গিল দিবস উপলক্ষ্যে বিএসএফ'র ৭৪নং ব্যাটেলিয়ান স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের কার্গিল বিজয়ের ডোকুমেন্টারি প্রদর্শন করেছে।

উদয়পুরে হোটেলে হানা দিয়ে পুলিশ আটক করল চার যুবক ও এক যুবতীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। গোপন খবরের ভিত্তিতে উদয়পুর শহরের শিবশক্তি নামক হোটেলে অভিযান চালিয়ে হোটেলের একটি রুম থেকে চার যুবক সহ একটি মেয়েকে উদ্ধার করে রাথাকিশোরপুর থানা এবং উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া চার যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাধাকিশোরপুর থানায় এবং মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মহিলা থানায়। নেতৃত্বে ছিলেন উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাস। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা মহকুমায়। দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর শহরে কিরণ পেট্রোলিয়ামের কাছে একটি হোটেলে অবৈধ দেহ ব্যবসা ও নেশা কারবারীদের ঠেক গড়ে উঠে বলে অভিযোগ। পুলিশের কাছে খবর গেলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাসের নেতৃত্বে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ এবং মহিলা থানার পুলিশ শিবশক্তি হোটেলে হানা দেয়। সেখানে পুলিশ গিয়ে মদের ঠেক বা নেশার কিছু পায়নি বলে জানায় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ চারজন যুবককে সন্দেহজনকভাবে আটক করে। এরা হল অর্জুন পাল, দেবব্রত দে, শ্যামল দত্ত, আদিত্য রায়। এদিকে এক গৃহবধূকে একই হোটেল থেকে নিয়ে আসা হয় মহিলা থানায়। পুলিশ প্রথমে কিছুই জানাতে অস্বীকার করে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ জানায় যাদেরকে থানায় আনা হয়েছে কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছে। যাদেরকে থানায় আনা হয়েছে তাদেরকে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে কথা বলতে দেননি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তারা হোটেলে খাবার-এর জন্য গিয়েছিল বলে দাবি করেছে।

অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি 'কর্পোরেটাইজ' করা নিয়ে বিবেচনা করতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ জুলাই (হি. স.) : দেশের সব অর্ডনান্স ফ্যাক্টরি 'কর্পোরেটাইজ' করার পরিকল্পনা পুনরায় বিবেচনা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে এগুলোকে 'জাতীয় সম্পদ' বলে চিহ্নিত করে লিখেছেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কলকাতার সদর দফতর সহ সংস্থাগুলোর বেসরকারীকরণ হবে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও সমর-সরঞ্জাম তৈরির দায়িত্বে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড। এটি বিশ্বের সমগোত্রীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ। সদর দফতর কলকায়, আয়ুধ ভবনে। এই সংস্থা ভারতীয় প্রতিরক্ষা যন্ত্রাংশের নিরিখে চতুর্থ স্তম্ভ। ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন গোটা দেশে ৪১টি কারখানা, ৯টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র, প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মী-অফিসার। সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানদের নানা রকম অস্ত্র তৈরি ও সরবরাহ করে।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "আমি শুনে মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছি কোনও আলোচনা ছাড়াই এই সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্তত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি।'

প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই কর্পোরেটাইজেশন এবং বেসরকারীকরণের চেষ্টা বন্ধ করা হোক। কারণ, এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশের স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত। দেশের শিল্পনীতিতে ক্রমেই বেসরকারি উদ্যোগপতিদের সুযোগ বাড়ছে। কিন্তু কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতে থাকা উচিত।

শনাক্ত

● প্রথম পাতার পর

বহুতলটির মালিক পরিতোষ গুপ্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এ-বিষয়টি পুলিশ এড়িয়ে গেছে।

ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা

আটের পাতার পর

এই ভেবে তিনি মানসিক শান্তি পাচ্ছেন। আগামী দিনেও তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাবেন বলেও জানান পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ ভৌমিক।

পেশের শেষ দিন

আটের পাতার পর

দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত বছর প্রকাশিত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র সম্পূর্ণ খসড়া থেকে ৩.২৩ কোটি আবেদনকারীর মধ্য থেকে বাদ পড়েছিল ৪০ লক্ষ নাম। অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করতে অসমে এনআরসি আপডেট করা হচ্ছে, যাতে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি রয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি নিয়ে গত শুক্রবার সকালে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন যে এ দেশে উদ্বাস্তু সমস্যা প্রধানত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে ব্যাপক আকারে রয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বের করে দিতেই হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এরপর কেন্দ্রকে তোপ দেগে লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর পাল্টা বলেছিলেন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তালিকা থেকে বাদ পড়ায় অসমে ৫৭ জন আত্মহত্যা করেছেন, যাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। এদিন জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের শেষ দিন আগামী ৩১ জুলাই থেকে পিছিয়ে আগামী ৩১ আগস্ট করল সুপ্রিম কোর্ট।

করতে সম্মত

পাচের পাতার পর

মাল্টার প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সামুদ্রিক শিল্প ও ব্লু-ইকোনমি সহযোগিতা মাল্টার জন্য 'নিঃসন্দেহে একটি সুযোগ', যা ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাদের জেনেরিক ফার্মা পণ্য নিবন্ধনে এবং বাজার সম্প্রসারণে সুবিধাজনক ভূমিকা রাখবে।

বিকেলে উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাল্টা চেম্বার অব কমার্স, এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ মাল্টা বিজনেস ফোরাম'-এ যোগদান করেন।বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন মাল্টায় বাংলাদেশ কমিউনিটি আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদেন।মাল্টা ও গ্রিসের রাষ্ট্রদূত মো. জসিম উদ্দিন এবং মহাপরিচালক পশ্চিম ইউরোপ এবং ইইউ'র উইং মোহাম্মদ খোরশেদ খাস্তগীরসহ বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উঃপূর্বাঞ্চলে ইউরিয়ার বাজার দখলে নেমেছে এনএফএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই ।। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ন্যাশন্যাল ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড প্রশার বৃদ্ধি করে চলেছে। দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্যে সাফল্য লাভের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই কোম্পানি অসমে ৪০ হাজার মেট্রিকটন ইউরিয়া কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। গত ১৫ জুলাই কৃষকদের জন্য ওই ইউরিয়া সিনসুকিয়া স্টেশনে পৌঁছেছে। জাতীয় মানের কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে বাণিজ্য ছড়িয়ে দিতে চাইছে ন্যাশনাল ফাইটিলাইর্স লিমিটেড। সংস্থার সিএমডি মনোজ মিশ্রা জানিয়েছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই ইউরিয়ার চাহিদা মেটাতে ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি কর্পোরেশনের সাথে হাত মিলিয়েছে ন্যাশনাল ফাইটিলাইজার্স লিমিটেড।

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিদগ্ধ গৃগহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন দুলাবাড়ি এলাকায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন এক মহিলা। তার নাম জ্যোৎস্না পাল। বেলা ১২টা নাগাদ নিজ ঘরেই অগ্নিদগ্ধ হন ওই মহিলা। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। ঘরের ভিতরে অসতর্কতার কারণেই ওই মহিলা অগ্নিদগ্ধা হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চিরাঙে 'ডি ভোটার' আতঙ্কে মৃত্যু ব্যক্তির

চিরাং (অসম), ২৩ জুলাই (হি.স.) : চিরাং জেলার ডাঙাইগাঁওয়ে 'ডি ভোটার'-এর আতঙ্কে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অঞ্চলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত ব্যক্তিটি ডাঙাইগাঁওয়ের জনৈক ইমজ আলির ছেলে জামুর উদ্দিন শেখ বলে জানা গেছে।জানা গেছে, বিগত তিনি বছর আগে জামুর উদ্দিনের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক নাগরিক (ডি ভোটার) সংক্রান্ত এক নোটিশ এসেছিল। তাঁর বাবা ইমজ আলির নাম ১৯৬৬ সালের ভোটা তালিকায় আছে। প্রামাণিক এই তথ্য নিয়ে জামুর উদ্দিন ন্যায় লাভের জন্য গত তিন বছর ধরে আদালতে মামলাও লড়ছিলেন।

ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

কারবারের সঙ্গে ড়িত বৃহত্তর পাথারকান্দির একাংশ যুবক।

উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এ তথ্য দিয়ে জানান, কাননবয় রিয়াং দশটি সাবানের কেসে পুরে ব্রাউন সুগারগুলি পাচারের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে তাকে আটক করে একটি ব্যাগ থেকে সাবান কেসগুলি বের করে সেগুলি থেকে ১৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। তাছাড়া মহিলার কাছ থেকে নগদ ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার। তিনি জানান, উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারগুলির বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা হবে।

পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানান, কাননবয়ের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে ধর্মনগরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে। এছাড়া বাজেয়াপ্তকৃত ব্রাউন সুগারগুলি আগরতলার ফরনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে সেগুলির পরীক্ষা করানো হবে।

তিনি আরও জানান, ধৃত মহিলার স্বামীও ড্রাগস কারবারি। সে অনুরূপ ড্রাগস পাচার মামলায় বর্তমানে মিজোরামের কারাগারে বন্দি।

শনাক্ত

● প্রথম পাতার পর

নন, এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে, বলেন তিনি ।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে ইতিপূর্বে বহুবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বার বারই সে সব প্রয়াস ভেস্তে গিয়েছে। তবে, এবার কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াং শরণার্থীদের নিয়ে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাঁরা মিজোরামে ফিরে না গেলে তাঁদের রেশন সামগ্রী-সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, এবার রিয়াং শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে দেবাশিস দাসকে প্রথমে গ্রেফতর করা হয়েছে। তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী পূজা বৈদ্য দাসকেও গ্রেফতার করেছেন তাঁরা। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে অত্যাচারের প্রমাণ মিলেছে।

আজ তাদের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে বিচারক মিত্রা দাসের এজলাসে তোলা হয়েছে। আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের বাৎসরিক খার্চি উৎসব সমাপ্তির এক সপ্তাহ পর কের পূজা হয়ে থাকে। কের পূজার পুরোহিতকে বলা হয় চন্তাই। পূজা শুরুর আগে চন্তাই পূজা এলাকায় গণ্ডি এঁকে দেওয়ার পর তোপধ্বনীর মধ্য দিয়ে পূজার শুরু হয়। এই গণ্ডির মধ্যে যাঁরা প্রবেশ করেন তাঁরা দু-দিনের কের পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বের হতে পারেন না। আগে পূজার গণ্ডি বিশাল এলাকা জুড়ে করা হলেও এখন এর পরিসর ছোট করে পূজার চারপাশে সামান্য জায়গা জুড়ে নির্দিষ্ট গণ্ডি এঁকে দেওয়া হয়।

কথিত আছে কের-এর গণ্ডিতে জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তাই এই গণ্ডির ভেতরে অতিবৃদ্ধ বা গর্ভবতী মহিলাকে আসতে দেওয়া হয় না। আগে আগরতলা শহর জুড়ে কের পূজার গণ্ডি দেওয়া হত। তাই এই সময় অতিবৃদ্ধ বা গর্ভবতী মহিলাদের আগে থেকে অন্য এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হত। পূজার দিন পূজা শুরুর আগে কোনও বাড়িতে আগুন জ্বালানো হত না। পূজায় আগুন জ্বালানো হলে বাড়ি বাড়ি এই আগুন নিয়ে যাওয়া হত। এই আগুন জ্বালানো হয় শুকনো বাঁশের সঙ্গে বাঁশের বেত ঘষে। এখনও আগরতলার অনেক বাড়িতে আগুন নিয়ে যাওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

াঙ্গন

ভারতীয় দলে নির্বাচিত না হওয়ায় হতাশায় ভেঙে পড়লেন শুভমান গিল

আ্যান্টিগা: ভারতের তরুণ ক্রিকেটার শুভমান গিল। কেকেআরের জার্সিতে ভালো খেলা এই ক্রিকেটার ভারতীয় তরুণ প্রতিভাদের অন্যতম নাম। সামনের মাস থেকেই শুরু ক্যারিবিয়ান সফর। কিন্তু সেই সফরের তিনটি দলের একটিতেও জায়গা পাননি শুভমান গিল।এ বছরের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ দিয়ে ভারতীয় দলের হয়ে অভিষেক ঘটেছিল। কেএল রাহুলের জায়গায় এসেছিলেন তিনি। তবে নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ জানান নির্বাচনের আলোচনায় শুভমান গিলের নাম এলেও একটুর জন্যে তাঁর দলে সুযোগ হয়নি।এই মুহূর্তে ওয়েস্টইন্ডিজ-এ ভারতীয় এ দলের হয়ে খেলছেন। ৪ টি ম্যাচে ২১৮ রান করেছেন পাশাপাশি ৫৪.৫ গড়ে তিনটি অর্ধশতরান করেছেন, তাঁর সর্বোচ্চ রান ৭৭। এর পরেও সিনিয়র দলের জন্য তাঁর নাম না বিবেচনা করা হওয়ায় বেশ হতাশ শুভমান।

তরুণ এই ক্রিকেটার জানিয়েছেন, ”রবিবার ভারতীয় সিনিয়র দল নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আমি আশা করেছিলাম অন্তত একটা দলে আমি নির্বাচিত হব। কোনও দলে সুযোগ না পেয়ে হতাশ লাগছে তবে এটা নিয়ে ভেবে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। নির্বাচকদের মন জয় করার জন্য আমি পারফরম্যান্সের ধারা জারি রাখব।

ধর্ষণের অভিযোগ থেকে মুক্ত রোনাল্ডো

স্বস্তিতে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ থেকে রেহাই পেলেন তিনি। ২০১৮ সালের মে মাসে আমেরিকার লাস ভেগাসের এক মডেল ক্যাথরিন মায়োরগা অভিযোগ জানান, ২০০৯ সালে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি লাস ভেগাসের একটি হোটেলের স্যুইটে তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন। মডেলের এই অভিযোগের পর শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সিআরসেভেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠায় নড়েচড়ে বসে মার্কিন প্রশাসন। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে লাস ভেগাস পুলিশ। তবে প্রথম থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছিলেন পর্তুগিজ তারকা। এক বছর ধরে এই মামলা চলার পর লাস ভেগাসের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি স্টিভ উলফসন সোমবার বলেছেন, ”১০ বছর আগের এই ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে অভিযোগের ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

বিরাটের মতো ধারাবাহিক আর ধোনির ফিনিশিং ক্ষমতা চান ক্রুণাল

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিরাট কোহলির মতো ধারাবাহিক হতে চান ক্রুণাল পান্ডিয়া। ৩ আগস্ট থেকে শুরু ভারতের ক্যারিবিয়ান সফর। শুরুতেই রয়েছে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। যে সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন ক্রুণাল পান্ডিয়া। হার্দিকের বড় ভাই ক্রুণাল বোলিং অলরাউন্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। ক্রুণাল বলেছেন, ‘ক্যারিবিয়ান সফরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। কারণ আগামীদিনে একাধিক খেলা রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ভাল খেলতে পারলে পরবর্তী সিরিজেও দলে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। বোলিং ও ব্যাটিং বিভাগে ধারাবাহিক থাকাই লক্ষ্য হবে আমার।’ এরপরই ক্রুণালের সংযোজন, ‘বিরাট কোহলির মতো ক্ষুধার্ত হতে চাই। অধিনায়কের মতো ধারাবাহিক হতে চাই। বিরাটের থেকে এগুলো শেখার আছে।’ ভারতের এ দলের হয়ে ক্যারিবিয়ান সফরে গিয়েছেন ক্রুণাল। বলছিলেন, ‘এই সফরটা কাজে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডে খেলেছি। যার ফলে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সিনিয়র দলের সঙ্গে সফরের সময় এই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে হবে।’ ধোনির অবসর নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। তবে জাতীয় দল থেকে দু’মাসের বিশ্রাম নিয়ে ধোনি প্যারাশুট রেজিমেন্টের ট্রেনিংয়ে যোগ দিচ্ছেন। ক্রুণাল পান্ডিয়ার গলায় ধরা পড়ল ধোনি মুগ্ধতা। তিনি বলে গেলেন, ‘মাহি ভাইয়ের চেয়ে বড় ফিনিশার বিশ্ব ক্রিকেটে নেই। দিনের পর দিন এই কাজটা করে গিয়েছে। ধৈর্য্য অসাধারণ। পরিস্থিতি খুব ভাল বুঝতে পারে। মাহি ভাইয়ের মতো হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।’ ক্রিকেট কেরিয়ারে এই উত্থানের জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে কৃতিত্ব দিয়েছেন ক্রুণাল। বলেছেন, ‘যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মুম্বইয়ে খেলার সময়েই চাপ নিতে শিখেছি।’

টাইগারদের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের পরই মালিঙ্গার অবসর

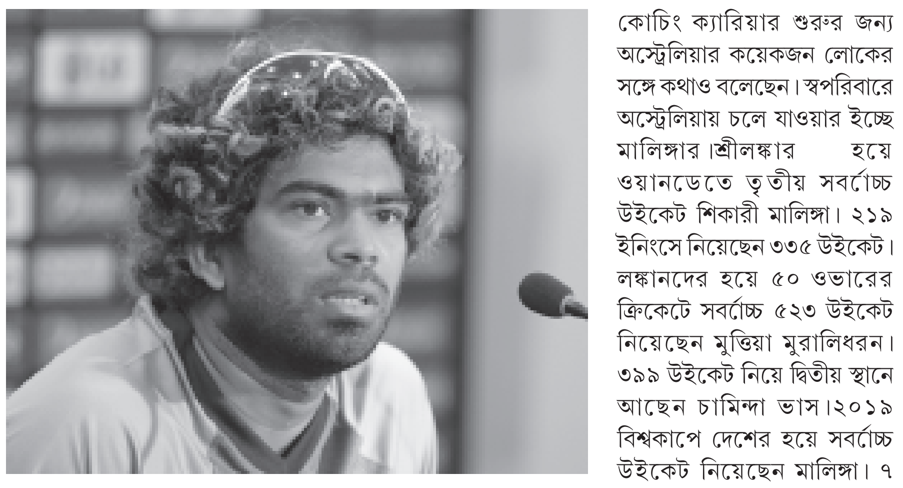

বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলেই অবসর নেবেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। লঙ্কান অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে সোমবার (২২ জুলাই) সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।সিরিজের প্রথম ওয়ানডে হবে ২৬ জুলাই। বাকি দুই ম্যাচ হবে ২৮ ও ৩১ জুলাই। দিবারাত্রির প্রতিটি ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। তিন ম্যাচের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে নাম আছে মালিঙ্গার। তবে করুনারত্নে বলেছেন, মালিঙ্গা কেবল প্রথম ম্যাচই খেলবেন। ‘স্লিঙ্গা মালিঙ্গা’ এমনটাই জানিয়েছেন স্বাগতিক অধিনায়ককে।করুনারত্নে বলেন, ‘সে (মালিঙ্গা) প্রথম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে। এরপর সে অবসর নেবে। সে এটাই বলেছে আমাকে। আমি জানি না সে নির্বাচকদের কি বলেছে, তবে আমাকে বলেছে সে কেবল প্রথম ম্যাচ খেলতে চায়।’রোববার (২১ জুলাই) আইল্যান্ড ক্রিকেট নামে শ্রীলঙ্কার এক ওয়েবসাইট জানায়, বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাবেন মালিঙ্গা এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস শুরু করবেন।

এরই মধ্যে দেশটিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতিও পেয়েছেন তিনি।ওয়েবসাইটটি আরও জানায়, ৩৫ বছর বয়সী তারকা কোচিং ক্যারিয়ার শুরুর জন্য অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাও বলেছেন। স্বপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাওয়ার ইচ্ছে মালিঙ্গার।শ্রীলঙ্কার হয়ে ওয়ানডেতে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী মালিঙ্গা। ২১৯ ইনিংসে নিয়েছেন ৩৩৫ উইকেট। লঙ্কানদের হয়ে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ৫২৩ উইকেট নিয়েছেন মুত্তিয়া মুরালিধরন। ৩৯৯ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন চামিন্দা ভাস।২০১৯ বিশ্বকাপে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন মালিঙ্গা। ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। এছাড়া বিশ্বকাপ ইতিহাসে পরপর মালিঙ্গা একমাত্র বোলার যিনি দুই আসরে (২০০৭ ও ২০১১) হ্যাটট্রিক করেছেন।বিশ্বকাপ ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট নিয়েছেন মালিঙ্গা। ২৯ ম্যাচে তার শিকার ৫৬ উইকেট। ৭১ উইকেট নিয়ে শীর্ষে আছেন অস্ট্রেলিয়ান সাবেক পেসার গ্লেন ম্যাকগ্রা। ৬৮ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন মালিঙ্গার স্বদেশী স্পিনার মুরালিধরন।মালিঙ্গা টেস্ট খেলেছেন ৩০টি। ২০১১ সালে হাঁটুর ইনজুরির কারণে সাদা পোশাকের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন তিনি।

জাপান ওপেন থেকে শেষ মুহূর্তে নাম প্রতাহার সাইনার

একাধিক চোট-আঘাতে জর্জরিত স্টার শাটলার সাইনা নেহওয়াল। দেশের অলিম্পিক পদক জয়ী বাডমিন্টন তারকা খেলতে পারবেন না আসন্ন জাপান ওপেন বিডব্লিউএফ সুপার-৭৫০ থেকে। শেষ মুহূর্তে টুর্নামেন্টে থেকে নাম প্রতাহার করলেন টুর্নামেন্টের অষ্টম বাছাই ও বিশ্বের ন”নম্বর খেলোয়াড়। এমনটাই রিপোর্ট টাইমস অফ ইন্ডিয়ার।ভারতের হয়ে জাপান ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গল ইভেন্টে এখন একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে থাকবেন পিভি সিন্ধু। বিশ্বের তিন নম্বর শাটলার এই টুর্নামেন্টের পঞ্চম বাছাই হয়ে নামবেন। সাইনা এর আগে সদ্যসমাপ্ত ইন্দোনেশিয়া ওপেনেও চোটের জন খেলেননি। এই টুর্নামেন্ট খেলছিলেন সিন্ধু। ফাইনালেও ওঠেন তিনি। গত রবিবার জার্কাতায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনাল মাচে আকানে ইয়ামাগুচির কাছে হেরে তাঁকে রুপো নিয়েই দেশে ফিরতে হয়। যদিও সিন্ধুর কাছে ফের একবার সুযোগ থাকছে এই টুর্নামেন্টে ইয়ামাগুচির হারের বদলা নেওয়ার।চলতি বছর কিন্তু ভাল ফর্মেই ছিলেন সাইনা। মরসুমের শুরুতে ছন্দে দেখাচ্ছিল তাঁকে। একমাত্র তিনিই খেতাব জিতেছেন। দেখতে গেলে দেশের বাকি তারকা বাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধে বি সাই প্রনীথ ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত সুইস ওপেন ও ইন্ডিয়া ওপেনের ফাইনালে উঠেও হেরেছেন। অনদিকে সিন্ধুও গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়া ওপেনের ফাইনালে হারেন।সাইনা গাসট্রোএনট্রাইটিসি ও পাংক্রিয়াটাইটিসিরে সমসায় ভুগছিলেন। যার প্রভাব পড়ে অল ইংল্যান্ড চাম্পিয়নশিপে। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার পর গত এপ্রিলে ফের একবার তাঁকে ফিটনেস নিয়ে বিপাকে পড়তে হয়। ইন্দোনেশিয়া ওপেনে রান-আপের সমসা ভোগায় তাঁকে। অতীতে এই টুর্নামেন্টে তিনবার জিতেছেন তিনি। ২৯ বছরের হায়দরাবাদি শিন, গোড়ালি, কোমর ও কব্জির চোটেই বছরের গুরুত্বপূর্ণ সময় প্র্যাকটিস থেকে দূরে থাকেন। আগামী মাসে বাডমিন্টন বিশ্ব চাম্পিয়নশিপই এখন সাইনার লক্ষ।

দলে ফিরলেন নারাইন-পোলার্ড

ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টির সিরিজের প্রথম দুটির জন্য দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর দীর্ঘদিন পর দলে ফিরেছেন স্পিনার সুনিল নারাইন ও অলরাউন্ডার কাইরন পোলার্ড। এছাড়া এখন পর্যন্ত জাতীয় দলে না খেলা উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান অ্যান্থনি ব্রাম্বেলকেও নেওয়া হয়েছে।তারকা অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলকেও নেওয়া হয়েছে। যদিও সদ্য শেষ হওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপে হাঁটুর ইনজুরির কারণে ছিটকে পড়েছিলেন তিনি। তবে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েই তিনি দলে ফিরেছেন। ওপেনার জন ক্যাম্পবেল এই দলে। যেখানে তারকা ক্রিস গেইল কানাডায় অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল টি-টোয়েন্টিতে খেলবেন।সর্বশেষ দুই বছর আগে টি-২০ খেলা নারাইন এই সিরিজে স্পিন সঙ্গী হিসেবে পাচ্ছেন খ্যারে পিয়েরেকে। তবে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে দলে ডাক পেলেও তিনি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে আত্মবিশ্বাসী নন বলে নিজেকে সরিয়ে নেন।গায়ানায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় টি-২০তে দলে পরিবর্তন আনতে পারেন ক্যারিবীয় নির্বাচকরা। যেখানে ভারতের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্টও খেলবে উইন্ডিজ। ৩ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের লডারহিলে প্রথম টি-২০ অনুষ্ঠিত হবে।ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াড: কার্লোস ব্র্যাথওয়েট (অধিনায়ক), অ্যান্থনি ব্র্যাম্বল (উইকেটরক্ষক), জন ক্যাম্পবেল, শেলডন কোটরেল, শিমরন হেটমায়ার, এভিন লুইস, সুনিল নারাইন, কেমো পল, খ্যারে পিয়েরে, কাইরন পোলার্ড, নিকোলাস পুরান, রোভম্যান পাওয়েল, আন্দ্রে রাসেল, ওশানে টমাস।

বিশ্বকাপে ফাইনালের আগে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন বাটলার

সংবাদ সংস্থা, বার্মিংহাম: বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্যর্থ হওয়ার ভয় তাড়া করেছিল জস বাটলারকে! এতটাই যে দলের মনোবিদের কাছে ছুটতে হয়েছিল! হ্যাঁ, এমনটাই জানালেন ইংল্যান্ডের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে তো তেতে থাকার কথা। তিনি কেন এত ভয় পেয়েছিলেন? বাটলার বলেছেন, ‘১৪ জুলাই রবিবার মাঠে নামার আগে আমি ৮টা টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলেছিলাম। তার মধ্যে সাতটাতেই হেরেছিলাম। সমারসেটের হয়ে তার মধ্যে বেশি খেলেছি। ২০১৩—র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলেছি। খেলেছি ২০১৬---র টি২০ ফাইনালেও। চোখের সামনে দিয়ে প্রতিবার অন্য দল ট্রফি ছিনিয়ে নিয়ে গেলে কতটা কষ্ট হয় আমি জানি। চাইনি এবারের বিশ্বকাপ ফাইনালেও সেই কষ্টটা পেতে। সবচেয়ে বেশি ভয় লাগছিল এটা ভেবেই যে এবারও যদি হেরে যাই, তা হলে কী করে আবার ক্রিকেট খেলব? লর্ডসে বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর সেই ফাইনালে আমরা হেরে গেলে আদৌ কি আর নিজেকে তাতানোর শক্তি পাব? ব্যাটটা আবার হাতে নিতে পারব? এই প্রশ্নগুলো অস্থির করে তুলেছিল ভেতরে ভেতরে। জানতাম, ওই মুহূর্তে শুধু নিজের খেলায় মন দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু যদি না পারি, যদি হেরে যাই তা হলে কী হবে? এটা ভেবেই ভয় পেয়েছিলাম।’ একই রকম ভয় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেও তাঁকে তাড়া করেছিল, সেকথাও স্বীকার করেছেন বাটলার। বলেছেন, ‘ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ভয় ছিল যদি নকআউট থেকে ছিটকে যাই? আমাদের সবাই ফেবারিট বলছিল। কিন্তু চার বছর ধরে পরিশ্রম করার পর যদি শূন্য হাতে থাকি, তা হলে কী করব? লোকে তো এরপর আমাদের চোকার্স বলবে। তখন কী করব? এই প্রশ্নগুলোই টেনশনে ফেলেছিল।’ ফাইনালে সুপার ওভারে তাঁর ছুঁড়ে দেওয়া বলেই রান আউট হন গাপটিল। সুপার ওভারের শেষ বলের আগে কী মনে হচ্ছিল? বাটলার বলেন, ‘জোফ্রা আর্চার শেষ বলটা করার আগে আমরা সবাই নার্ভাস ছিলাম দূর থেকে দেখে এটাই হয়তো মনে হয়েছে। কিন্তু একজন ক্রিকেটার তো এই ধরনের মুহূর্তের অপেক্ষাতেই থাকে। তখন স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি দরকার। ম্যাচটা তো শেষ হয়নি। তাই যাবতীয় ফোকাস ছিল বলটা কুড়িয়েই স্টাম্প করা। গাপটিল বল মারার পর দেখলাম জেসন রয়ের দিকে সোজা যাচ্ছে। তখনই মনে হয়েছিল, বলটা যদি ওর হাতে আসে আমরা ম্যাচটা জিততে পারি। জানতাম গাপটিল তখন চাপে রয়েছে। জেসন রয় বলটা কুড়িয়েই আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমি কিছুটা এগিয়েই বলটা হাতে নিই। তারপর স্টাম্পটা ভেঙে দিই। জানতাম সুপার ওভারে টাই হলে বাউন্ডারি বেশি মারার ভিত্তিতে আমরা চ্যাম্পিয়ন হব। তাই স্টাম্পটা উড়িয়ে দিয়েই শূন্যে টুপিটা ছুঁড়েছিলাম। দেখলাম দূরে জোফ্রা পিচের ওপর শুয়ে পড়েছে। মাত্র ২০ সেকেন্ড সময়। ওই ২০ সেকেন্ডই আমার কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত।’

লর্ডস টেস্টে নেই অ্যান্ডারসন

লন্ডন: চোটের জন্য লর্ডস টেস্টে অনিশ্চিত ছিলেন জেমস অ্যান্ডরসন। আশঙ্কা সত্যি করে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন ইংল্যান্ডের তারকা পেসার।গত ২ জুলাই ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাউন্টি খেলার সময় কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন অ্যান্ডারসন। দিন পাঁচেক পর স্ক্যান রিপোর্ট হাতে আসার পর জানা যায় যে, লিগামেন্ট ছিঁড়েছে তাঁর।

ফলে ২৪ জুলাই থেকে লর্ডসে শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ড টেস্টে তাঁর মাঠে নামা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। যদিও তাঁকে শেষমেশ ইংল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে রাখা হয়।শেষমেশ অ্যাসেজের কথা ভেবে আয়ারল্যান্ড টেস্ট থেকে অ্যান্ডারসনকে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১ জুলাই থেকে এজবাস্টনে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহ্যশালী অ্যাসেজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। তাঁর আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য হাতে পর্যাপ্ত সময় পাবেন জিমি।অ্যান্ডরসন দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় লর্ডসে আইরিশদের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে ওলি স্টোন অথবা লুইস গ্রেগরির মধ্যে যে কোনও একজনের। এগিয়ে থাকবেন ওয়ারউইকশায়ারের ওলি স্টোন।

মার্ক উড ও জোফ্রা আর্চারের অনুপস্থিতিতে তিনিই এখন স্কোয়াডের সব থেকে গতিসম্পন্ন পেসার।আইরিশদের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্যাপ হাতে পেতে চলেছেন ওপেনার জেসন রয়। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের নিয়মিত সদস্য জেসন এই প্রথমবার ডাক পান টেস্ট স্কোয়াডে। মূলত বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স দিয়েই লর্ডসে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দলে ঢুকে পড়েন তিনি।আয়ারল্যান্ড টেস্টের জন্য ঘোষিত ইংল্যান্ড স্কোয়াড: জো রুট (ক্যাপ্টেন), মঈন আলি, জেমস অ্যান্ডরসন, জনি বেয়ারস্টো (উইকেটকিপার), স্টুয়ার্ট ব্রড, ররি বার্নস, স্যাম কারন, জো ডেনলি, লুইস গ্রেগরি, জ্যাক লিচ, জেসন রয়, ওলি স্টোন ও ক্রিস ওকস।

অ্যাশেজ থেকেই বদলে যাচ্ছে টেস্টের জার্সি

আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজ থেকে বদলে যাচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটের জার্সি। প্রথমবারের মতো খেলোয়াড়দের নাম ও নাম্বার দেখা যাবে সাদা পোশাকের জার্সিতে।ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টিতে জার্সির পেছনে নাম ও নাম্বারের প্রচলন হয়ে আসছে অনেকদিন আগে থেকে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট ঐতিহ্য ভাঙতে চায়নি। ১৪২ বছর পার হয়ে গেলেও জার্সির পেছনে খেলোয়াড়দের নাম ও নাম্বার দেখা যায়নি টেস্ট ক্রিকেটে। তবে এবার সেই ঐতিহ্য ভাঙতে যাচ্ছে। অ্যাশেজ দিয়েই টেস্ট ক্রিকেটে প্রচলন হচ্ছে খেলোয়াড়দের নাম ও নাম্বার লেখা জার্সি। ইংল্যান্ড ক্রিকেট তাদের অফিসিয়াল টুইটারে নিশ্চিত করেছে বিষয়টি। ইংলিশ টেস্ট অধিনায়ক জো রুটের পেছনে ৬৬ নাম্বার সাদা জার্সি পরিহিত একটি ছবি পোস্ট করে ইংল্যান্ড ক্রিকেট লিখেছে, ‘টেস্টের জার্সিতে পেছনে নাম এবং নাম্বার থাকছে।’ সাদা পোশাকে জো রুট: ছবি-সংগৃহীত এছাড়া আইসিসি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দুই ইংলিশ তারকা মঈন আলী ও স্টুয়ার্ট ব্রডের নাম ও নাম্বার সংবলিত সাদা পোশাকের ছবি পোস্ট করে লিখেছে, ‘লাল বল, সাদা জার্সি, জার্সি নাম্বার।’ চলতি বছরের শুরুতে জানানো হয়, ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের জার্সিকে আধুনিকায়ন করা হবে।

টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের পদে আবেদন জয়বর্ধনের

টিম ইন্ডিয়ার পরবর্তী হেড কোচ কে হবেন? ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই কোচের পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই হেড কোচ সহ সাপোর্ট স্টাফ বেছে নেবে বিসিসিআই। জানা যাচ্ছে বিরাটদের হেড কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি মাহেলা জয়বর্ধনে। বিসিসিআই সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। সরকারিভাবে অবশ্য জানা যায়নি। তবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের একটি টুইট জল্পনা উসকে দিয়েছে। বলা হয়েছে, ”ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নতুন কোচ ও সাপোর্ট স্টাফের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের মতে, অনেক বড় নাম ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। যার মধ্যে মাহেলা জয়বর্ধনে রয়েছেন।”আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার হয়ে ২০ হাজারের বেশি রান করেছেন জয়বর্ধনে। কোচিং কেরিয়ারও বেশ ভাল। ২০১৬ থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচ তিনি। দু”বার তাঁর কোচিংয়েই মুম্বই আইপিএল জিতেছে। ২০১৫ সালে অবসরের পর ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের ব্যাটিং পরামর্শদাতার দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। তাই সূত্রের খবর অনুযায়ী জয়বর্ধনের কোচের পদে আবেদন লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়া দৌড়ে রয়েছেন ২০১১ সালে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ী কোচ গ্যারি কার্স্টেন। রয়েছেন টম মুডি ও বীরেন্দ্র শেহবাগ। সূত্রের খবর এমনই। মুডি ও শেহবাগ অতীতেও আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রবি শাস্ত্রী তখন কোচ হয়ে গিয়েছিলেন।

Expression of Interest

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites Expression of Interest (EOI) horn Chartered Accountant Audit firm empanelled with C & AG of India having experience in conducting Statutory/Internal Audit of PMGSY Funds in any SRRDA within India during the last 10(Ten) years in sealed cover for the following jobs —

Sl No.	Name of Job	Last date of Submission	Completion Period
1.	Statutory Audit of Programme Fund, Administrative Expenses Fund and Maintenance Fund of Tripura Rural Roads Development Agency (TRRDA),Project Implementing Units (PIU) of the State of Tripura for the Financial Year 2018-19 .	25.07.2019 Upto 3.00 PM	10 days

Expression of Interest (EOI) in sealed cover should reach to the Office of the Chief Engineer PWD (PMGSY) & Empowered Officer, TRRDA, New Secretariat Building, Capital Complex, Agartala, West Tripura up to 3.00 pm on 25th July, 2019.
The details ere available in Accounts & Finance Section of TRRDA, New Secretariat Building, Agartala in any working day from 11 a.m. to 4 p.m. Please visit www.pmgsyrenderstrip.gov.in to download.

ICA/C/645/19

Empowered Officer, TRRDA
Secretariat Building, Capital Complex,
Agartala, West Tripura, 799006

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 04/EE/CCD/PWD/2019-20.

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura Percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /Enterprise and eligible bidders/Firms/Agencies of Appropriate Class registered following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding at application	Class of bidder
1	Supplying, installation, testing, commissioning & providing Internal Electrification of 40 KVA SILENT Diesel Generator Set at DM Office , Belonia, South Tripura.(**4th Call**) **DNIeT No:- EE-IED/UDP/02/2019-20**	35,13,335.00	35,133.00	2(two) months	U pto 15.00 Hrs on 25/07/2019	At 16.00 Hrs on 30/07/2019	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website httos://tripiiatenders.aov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

ICA/C/640/19

(Er. P.S. Datta Muhuri
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD (R&B)
Agartala, West Tripura.

ঊনকোটি জেলা পরিদর্শন করলেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ড় ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। আজ আগরতলা থেকে জেলায় এসে প্রথমে ঊনকোটি পাহাড়ের শৈবতীর্থ পরিদর্শন করেন তিনি। এর পর তিনি চলে আসেন জেলা সদর কৈলাসহরে। পরে এখান থেকে চলে যান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মনুল্যান্ড কাস্টম স্টেশনে।

মনুল্যান্ডে তৈরি করা হবে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন একটি কাস্টম স্টেশন। যেখানে যাত্রী আসা যাওয়ার পাশাপাশি পণ্য আমদানি ও রফতানির সর্বাধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে তিনি বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সব শেষে তিনি পরিদর্শন করেন গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গোবিন্দপুর, বাহাদুরাবাদ-সহ পার্শবর্তী বিভিন্ন এলাকা।

মুখ্যসচিবের সাথে ছিলেন ঊনকোটির জেলাশাসক রবীন্দ্র রিয়াং, কৈলাসহরের মহকুমাশাসক ড় বিশাল কুমার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা। মুখ্যসচিব সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন করা হবে। তিনি প্রথমবার ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন বলেও জানান।

পুরনো হাজার টাকার দুই বান্ডিল নোট উদ্ধার জলাশয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারের পেছনের দিকের পরিত্যক্ত পুকুরের আবর্জনা সাফাই করতে গিয়ে শ্রমিকরা পুকুর থেকে উদ্ধার করল মোদি সরকারের আমলে বাতিল করা ১০০০ টাকার প্রচুর পরিমানের নোটের বান্ডেল। প্রাস্টিকের বস্তার ভিতরে বেধে সেগুলো পরিত্যক্ত পুকুরে কে বা কারা ফেলে দিয়েছিল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এলাকা পরিদর্শন করতে এসে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় পরিত্যক্ত পুকুরটি পরিস্কার করতে এবং আবর্জনা মুক্ত করতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগরতলা পুর নিগম পরিত্যক্ত পুকুরটি পরিস্কার করার কাজে হাত লাগায়। পুকুরটি যখন সাফাই করার চেষ্টা করে তখনই শ্রমিকরা খোজে পায় অসংখ্য বাতিল ১০০০ টাকার নোটের বান্ডিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র চাঞ্চ্যল্যের সৃষ্টি হয়। কে বা কারা এগুলো পুকুরে ফেলে দিয়েছে যে বিষয়ে কোন ক্লু মিলেনি।

বন্যাপীড়িত অসমকে প্রথম মাসের পুরো বেতন দান করলেন ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। চলতি বন্যায় অসমের লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, মহা বিড়ম্বনার শিকার তাঁরা। এই সকল বন্যা-দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার সাংসদ। পশ্চিম লোকসভা আসনের প্রতিমা ভৌমিক সাংসদ হিসেবে তাঁর প্রথম মাসে যে বেতন পেয়েছেন তার পুরোটাই দান করেছেন অসমের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য।

মঙ্গলবার তাঁর প্রথম বেতন আসার পরই তিনি দিল্লিতে অবস্থিত অসম ভবনের রেসিডেনশিয়াল অফিসারকে ডেকে তাঁর সম্পূর্ণ বেতনের ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন। দিল্লি থেকে আজ সন্ধ্যায় এই খবর হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান খোদ সাংসদ ভৌমিক। সাংসদ প্রতিমা বলেন, তিনি মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি সব সময় আর্তের সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন। যখন যেখানেই তাঁর চোখে পড়েছে, যে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে তখন সাধ্যমতো সহায়তা করেছেন।

তিনি বলেন, বন্যাপীড়িত অসমের মানুষদের দেখে তিনি সহায়তা করবেন বলে মনস্থির করেই তাঁর প্রথম মাসের পুরো বেতনের টাকা অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেছেন। তাঁর এই সহায়তায় কয়েকজন মানুষের মুখেও হাসি ফুটবে, ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য

মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা ছবি নিজস্ব।

কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতার জন্য ট্রাম্পের কাছে কোনও অনুরোধই করেননি প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় জানালেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি.স.): কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাকি সপ্তাহ দু'য়েক আগে কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধও করেছেন ট্রাম্পকেঊ যদিও, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই দাবি নস্যাতকরে দিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রকঊ বিদেশমন্ত্রকের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এমন কোনও অনুরোধই করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্টকেঊ কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হলে দ্বিপাক্ষিক স্তরেই হবেঊ কাশ্মীর ট্রাম্পতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতির জেরে মঙ্গলবার উত্তাল হয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভাঊ বিরোধীদের হইহট্টোগোলের মধ্যেই কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'রাজ্যসভার প্রতিটি সদস্যকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে এমন ধরনের কোনও অনুরোধই করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ' বিদেশমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা হলে দ্বিপাক্ষিক স্তরেই হবে।....ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমস্ত ট্রাম্প সমাধানের জন্য শিমলা চুক্তি এবং লাহোর ঘোষণাপত্রই মূল ভিত্তি।' ট্রাম্পের বিবৃতির প্রেক্ষিতে বিরোধীদের তুমুল হইহট্টোগোলের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুঊ নাইডু বলেছেন, 'এটি জাতীয় ট্রাম্প। দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত। আমাদের প্রত্যেককে এক সুরেই কথা বলা উচিতঊ' এরপর দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয় রাজ্যসভার অধিবেশনঊ রাজ্যসভা ছাড়াও এদিন লোকসভাতেও হইহট্টোগোল করেন বিরোধী সাংসদরা।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এখন মার্কিন সফরে গিয়েছেনঊ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সেনাপ্রধান কমর জাভেদ বাজওয়া, আইএসআই প্রধান ফৈয়জ হামিদ ও বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশিঊ হোয়াইট হাউসে ইমরানের সঙ্গে প্রথম বৈঠক হয় ট্রাম্পেরঊ তার পরে ওভাল অফিসে ইমরানের পাশে বসেই ট্রাম্প মধ্যস্থতার কথা তোলেনঊ ইমরান প্রথমে বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু হওয়া দরকার।' সে কথার সূত্রেই ট্রাম্প যোগ করেন, দু'সপ্তাহ আগে মোদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি জানতে চান, আমি মধ্যস্থতা করতে রাজি কি নাঊ আমি প্রশ্ন করি, কোন বিষয়ে।

তিনি বলেন, কাশ্মীরঊ কারণ, বিবাদটা অনেক দিন ধরে চলছেঊ আমি ওঁকে জানাই, মধ্যস্থতা করতে পারলে আম খুশিই হব।" এ কথা শুনে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান বলেন, এটা হলে ১০০ কোটি মানুষের শুভেচ্ছা আপনার সঙ্গে থাকবে। এদিকে, কাশ্মীর নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেফাঁস মন্তব্যের পর ড্যামেজ কন্টোলের চেষ্টাও শুরু করে দিয়েছে আমেরিকাঊ প্রভাবশালী আইনপ্রণেতা ট্রাম্পের মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন।

আবারও বোমা-গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত খেজুরি গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীর ৩ বছরের শিশুকন্যা

খেজুরি (পূর্ব মেদিনীপুর), ২৩ জুলাই (হি.স.): বোমা-গুলির লড়াইয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি। লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই খেজুরিতে শাসকদল তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। আর সেই অশান্তি থামার নাম নেই এখনও। সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ খেজুরির ২ ব্লকের হলুদবাড়ী ১ নং অঞ্চলের দেখালী ১৫৮ নং বুথে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছে ৩ বছরের একটি শিশুকন্যা। বাড়ির সামনে খেলা করছিল বছর তিনেকের ঋত্বিকা দলুই। খেলতে খেলতে হঠাত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। ছোট্ট শিশুকন্যাকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখেই ছুটে আসেন তাঁর বাবা-মা। কী হয়েছে তা দেখার জন্য মেয়েকে টেনে তুলতেই আঁতকে ওঠেন তিনি। ঋত্বিকার পিঠের ডান দিক থেকে অঝোরে রক্ত বেরোচ্ছিল।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যে থেকেই ওই এলাকায় বোমা-গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ বাড়ির বাইরে খেলা করছিল স্থানীয় বিজেপি কর্মী মন্টু দলুইয়ের ৩ বছরের মেয়ে ঋত্বিকা দলুই। আচমকাই মেয়েটি আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর মা ছুটে এসে দেখেন, তাঁর পিঠ থেকে গলগল করে রক্ত ঝরছে। আর মেয়েটি মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, "মেয়েটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাঁর ক্ষতস্থানে দ্রুত চিকিৎসা করা হয়েছে।"

খেজুরি-২ এর উত্তর মন্ডলের বিজেপির যুব সভাপতি রনজিৎ মন্ডল জানান, সোমবার সন্ধ্যে থেকেই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তাঁরা এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলি ছুঁড়ছিল। সেই সময়ই মন্টু দলুইয়ের ৩ বছরের মেয়ে ঋত্বিকা গুলিবিদ্ধ হয়। তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপরেই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে খেজুরি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তবে, পুলিশ চলে যাওয়ার পরেও সারারাত ধরে এলাকায় বোমা ও গুলি ছুঁড়ছে দুষ্কৃতীরা। তবে, পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন ১০৩২৩ শিক্ষককুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। আগামীদিনে যাতে চাকরির স্থায়ী সমাধান হয় তার জন্য একদিকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে যাচ্ছেন ত্রিপুরার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ জন শিক্ষক। এই বিষয়ে আগামী দিনে তাঁদের আন্দোলনের রণকৌশল স্থির করতে আজ মঙ্গলবার আগরতলায় এক বৈঠক করেন এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আজকের এই বৈঠকে আগরতলার পাশাপাশি প্রতিটি জেলা থেকে তাঁদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন।

বৈঠক শেষে শিক্ষকদের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁদের চাকরি নিয়ে বর্তমানে যে টানাপোড়েন চলছে তার স্থায়ী সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করবেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাক্ষাতের সময় দিলে দাবি জানানো হবে যে নতুন সরকার আসার আগে বিজেপি দলের তরফে নির্বাচনী ভিজন ডকুমেন্টে উল্লেখ করা হয়েছিল তাঁদের স্থায়ী সমাধান করা হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকার যেন তাঁদের চাকরির স্থায়ী সমাধান করে। ১০৩২৩ জনের মধ্যে থাকা যে সকল আন্ডার গ্রেজুয়েট শিক্ষকদের চাকুরী ৫ বছর হয়ে গিয়েছে তাঁদেরকে নিয়মিত করা-সহ আরও কিছু দাবি রয়েছে। এই সকল দাবি নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, চাকরি বঞ্চিত শিক্ষিত বেকারদের দায়েরকৃত মামলার প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা হাইকোর্ট বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে দেওয়া ১০৩২৩ শিক্ষকের চাকরি ও তাদের নিয়োগ নীতিকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিল এবং অবিলম্বে নতুন নিয়োগ নীতিতে শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দেয়। উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৎকালীন সরকার শিক্ষকদের চাকরি রক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। কিন্তু সেখানেও হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখে সুপ্রিমকোর্ট। এর পর থেকে তাঁদের সাময়িক সময়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তার পর থেকে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পুনরায় স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার জন্য।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ভিওয়ান্ডির তিনটি গোডাউনে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

থানে (মহারাষ্ট্র), ২৩ জুলাই (হি.স.): বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডিতে। মঙ্গলবার ভোররাতে ভিওয়ান্ডির একটি রাসায়নিক গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন আরও দু'টি গোডাউনে। মুহূর্তের মধ্যেই কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ছ"টি ইঞ্জিন। নিয়ে আসা হয় জলের ট্যাঙ্কার। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে গিয়েছে তিনটি গোডাউন।

মঙ্গলবার ভোররাত ১.৫০ মিনিট নাগাদ ভিওয়ান্ডি শহরের দাপোড়া গ্রামে অবস্থিত একটি রাসায়নিক গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন আরও দু"টি গোডাউনে। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় বলে জানিয়েছেন এক দমকল আধিকারিক। প্রথমে ভিওয়ান্ডি থেকে দমকলের চারটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে, পরে কল্যাণ থেকে আরও দু"টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হাওয়ার জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ট্রাফিক সচেতনতায় ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে যানবাহন, মোটর বাইক চালক-সহ পথচারিদের সচেতন করতে পথে নামলো ক্লাব। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সদস্যরা পথচলতি সাধারণ মানুষ-সহ যান চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলা ও সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন করেন।

প্রথমবারের মতো কোনও ক্লাব এ-ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ক্লাব-এর এই কর্মসূচিতে ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ দফতরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ-ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য তিনি ক্লাবের পরিচালন মণ্ডলি-সহ সদস্য-সদস্যাদের ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী আহ্বান রাখেন, রাজ্যের অন্যান্য ক্লাব-সহ বিভিন্ন এনজিও যেন এ-ধরনের কাজে এগিয়ে আসে। তবেই সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব।

মন্ত্রীর সঙ্গে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহাও। ক্লাবের সদস্য সদস্যারা ট্রাফিক আইন সম্পর্কিত প্লে-কার্ড, পোস্টার হাতে নিয়ে ও গলায় ঝুলিয়ে পথচলতি মানুষদের ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কিত বিষয় বুঝিয়ে বলেন। যাঁরা হেলমেট ছাড়া বা হেলমেট সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মাথায় তা পরেননি তাঁদের হেলমেট নিয়মিতভাবে পরে বাইক চালানোর আহ্বান রাখেন। ক্লাবের সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের ট্রাফিক ইউনিটের সদস্যরাও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল ক্লাবের প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন, তারা যেন মানুষের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনা গড়ে তুলতে কাজ করেন। তা-হলে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব।

প্রলোভন দিয়ে দিল্লিতে নিয়ে বিক্রি দুই নাবালিকাকে, গন্ডাছড়া থানায় অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুলাই।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার নাবালিকা দুই স্কুল ছাত্রীকে গত ২৯ জুন দিল্লিতে নিয়ে বিক্রি করেছে এলাকারই নারী পাচারকারী চক্রের চাঁই জীতেন ত্রিপুরা। এমনই অভিযোগ আনলেন গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চরতন এডিসি ভিলেজের কামদেব পাড়ার (পাখিপাড়া) বাসিন্দা বাল্যজয় ত্রিপুরা ও শাসনজয় ত্রিপুরা। তাদের অভিযোগ, তাদের দুই কন্যা যথাক্রমে সান্ত্বনা ত্রিপুরা এবং মনোরমা ত্রিপুরা (দুটো নাম বদলে দেওয়া হয়েছে) স্থানীয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে সান্ত্বনা ত্রিপুরাকে বিয়ে করার প্রলোভন এবং মনোরমা ত্রিপুরাকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে রইস্যাবাড়ি থানার অন্তর্গত বোয়ালখালি এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা জীতেন ত্রিপুরা দিল্লিতে নিয়ে বিক্রি করে দেয়।

তারা জানান, বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে গত ১৮ জুলাই। এদিন সান্ত্বনা ও মনোরমার বাবার কাছে দুটি ফোন আসে। তখন তারা জানতে পারেন যে অভিযুক্ত জীতেন ত্রিপুরা তাদের দিল্লিতে বিক্রি করে দিয়েছে। এতদিন পরিবারের ধারণা ছিল, জীতেন ত্রিপুরা সান্ত্বনাকে বিয়ে করেছে এবং শান্তিরানীকে কর্মসংস্থানের ব্যবসা করে দিয়েছে। কিন্তু ফোন পাওয়ার পর তাঁদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে।

ফোনে এ ধরনের খবর পাওয়ার পর দুই স্কুল ছাত্রীর পরিবারের লোকজন নড়েচড়ে বসেন। তারা পরেরদিন এলাকার গন্ডাছড়া থানায় জীতেন ত্রিপুরার বিরুদ্ধে এক এজাহার দায়ের করেন। প্রাপ্ত এজাহারের ভিত্তিতে ত্রিপুরা পুলিশ তদন্তে নামলেও এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত নারী পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত জীতেনকে গ্রেফতারের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, জীতেন ত্রিপুরা দীর্ঘ দিন ধরে এভাবে বহিঃ রাজ্যে নারী পাচার করে আসছে। তাকে গ্রেফতার করে তাদের মেয়েদের উদ্ধার করতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন গ্রামের জনতা।

এনআরসি : সুপ্রিম নির্দেশে পিছোলো চূড়ান্ত তালিকা পেশের শেষ দিন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই (হি. স.) : ফের পিছিয়ে গেল জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আগামী ৩১ আগস্ট প্রকাশ করতে হবে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকা। এর আগে জাতীয় নাগরিকপঞ্জির তালিকায় কয়েক লক্ষ মানুষের নাম ভুল করে উঠে গিয়েছে বলে গত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। মঙ্গলবার ফের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তা পিছিয়ে দেওয়া হল। ৩১ জুলাই জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করার শেষ দিন নির্ধারিত থাকলেও সেই তালিকা প্রস্তুত করতে আরও কিছু সময় লাগবে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্র। এরপরই সেই দিন পাল্টে আগামী ৩১ আগস্ট জাতীয় নাগরিকপঞ্জির চূড়ান্ত তালিকা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

অসমের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ২০ শতাংশ নাম এবং অন্যান্য জেলার ১০ শতাংশ নাম পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও অসম সরকারের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে ছয়ের পাতায় দেখুন

এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায়
টাটকা খবর। প্রতিনিয়ত
আপডেট পেতে দেখুন
Bengali News Portal
www.jagarantripura.com
মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই খবর পড়তে পারবেন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।